# লাভিং ওয়াইফ

জাকারিয়া মুস্তাফি

Scanned by CamScanner

## বই পরিচিতি

দাম্পত্য জীবন অনন্য এক মাধুর্যের নাম। প্রেম-ভালোবাসা, সুখ-আনন্দ-অনুরাগ উচ্ছ্বলতা—জীবনের সবগুলো পূর্ণতা এখানে এসে স্থিতি লাভ করে। জীবন হয়ে ওঠে পবিত্রতম আনন্দে মুখর এবং সার্থক। কিন্তু দাম্পত্য জীবনকে আমরা অনেকেই সেভাবে উপভোগ করতে পারি না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ঘাটতি, প্রেম-ভালোবাসার আদান-প্রদানে দৈন্যতা আমাদের অনেকের দাম্পত্য জীবনকে অসুখী করে রাখে। এই অসুখের প্রভাব পড়ে দৈনন্দিন জীবনের যাপন-প্রক্রিয়ায়ও। অথচ মানব মনের স্বভাবজাত প্রেম-ভালোবাসা, আনন্দ-অনুরাগ চর্চা ও যাপনের জন্য দাম্পত্য জীবন পবিত্রতম এক ঠিকানা।

নবীন লেখক জাকারিয়া মুস্তাফি। দাম্পত্য জীবনের প্রেমময়ী স্ত্রীদের ভালোবাসার সুন্দর ও সুখময় কিছু সরল ও হৃদয়গ্রাহী চিত্র এঁকেছেন 'লাভিং ওয়াইফ' বইটিতে।

গল্পে গল্পে তিনি চিত্রায়ন করেছেন স্বামী-স্ত্রীর প্রেমপূর্ণ বোঝাপড়া, আনন্দ এবং খুনসুটির দৃশ্য। দাম্পত্য জীবনকে সুখময় ও আনন্দমুখর করতে এ গল্পগুলো প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

লেখকের সর্বাঙ্গীন সফলতা এবং বইয়ের বহুল পাঠকপ্রিয়তা কামনা করছি।

হামমাদ রাগিব
লেখক ও সম্পাদক

প্রচ্ছদ : আবদুল হান্নান হক

Scanned by CamScanner

# Loving wife

## লাভিং ওয়াইফ

### প্রেমময়ী স্ত্রীদের ভালোবাসার অনবদ্য গল্পগাঁথা

জাকারিয়া মুস্তাফি

প্র। কা। শ। ন

Scanned by CamScanner

# লাভিং ওয়াইফ

জাকারিয়া মুস্তাফি

**প্রথম প্রকাশ : ইসলামি বইমেলা, ডিসেম্বর-২০১৯**

সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

সংশোধিত তৃতীয় মুদ্রণ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১

**স্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত**

**প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ: আবদুল হান্নান হক**

**নামলিপি : মোবারক হোসাইন সাদী**

প্রকাশক : আঁকশি প্রকাশন

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স (নীচতলা), ৩৭ বাংলবাজার, ঢাকা

ফোন : ০১৭১৪২৭১৪০৪

অমর একুশে গ্রন্থমেলা পরিবেশক :

বাংলার প্রকাশন

১০৬ (৩য় তলা) ফকিরাপুল (পানির ট্যাংক এর গলি)

মতিঝিল, ঢাকা ১০০০। ফোনঃ ০১৯৭৭ ৭৫৩ ৭৫৩

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ, সিজদাহ.কম, নিয়ামাহ বুকশপ,

বইবাজার, মোল্লার বই.কম

এছাড়াও অন্যান্য অনলাইন বুকশপে বইটি পাওয়া যাবে।

**মূল্য : ১০৫ টাকা**

ISBN : 978-984-34-8629-5

লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই বই কিংবা তার অংশবিশেষ

ফটোকপি, ওয়েবসাইট ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ অবৈধ।

Scanned by CamScanner

# অর্পণ

পৃথিবীতে দু'জন মানুষ আমার এমন আছেন, আর
একজনকে শুধু এমন চাই–
যারা আমাকে সেধে সেধে, ইচ্ছে করে, জোর করে
হলেও ভালোবাসবে।
আমি চাইলেও বাসবে, না চাইলেও বাসবে– আব্বু-আম্মু
ও
অনাগত পুণ্যবতী, প্রেমময়ী, প্রিয়তমাকে

Scanned by CamScanner

# বিশেষ কৃতজ্ঞতা

হামমাদ রাগিব
শফিকুল ইসলাম শুরাইফি
আবদুল হান্নান হক
মাহমুদুল হক জালীস
মুহসিনুদ্দিন তাজ
যোবায়ের সাইফ
মাহদি হাসান খালেদ

Scanned by CamScanner

# প্রকাশকের কথা

পুণ্যবান পুরুষদের জন্য পুণ্যময়ী স্ত্রীরা আল্লাহ পাকের অপার নেয়ামতের মধ্যে অন্যতম। বলা হয়, দুনিয়ায় জান্নাতের নেয়ামতও এই পুণ্যবতী স্ত্রী। এই পুণ্যবতী, প্রেমময়ী স্ত্রীদের পবিত্র ভালোবাসার অনবদ্য গল্প নিয়েই সাজানো হয়েছে বক্ষমান বইটি ।

লেখক বন্ধুবর জাকারিয়া মুস্তাফি মানুষটা আমার দেখা পুরো আপাদমস্তক রোমান্টিক। তার গল্প লেখার হাত ভালো। অনেকদিন থেকেই লিখে আসছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। অনেক বিকেল, অগুনতি বিষণ্ন রজনী কেটেছে আমাদের পরস্পর দুঃখ ভাগাভাগি করে। দু'জন একত্রিত হলেই আলোচনার প্রধান টপিক থাকত দাম্পত্য ও পবিত্র সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে। স্বল্প জীবনের টুটাফাটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করতাম আমরা।

চুপিচুপি এই প্রিয় মানুষটি কবে যে পাণ্ডুলিপি সাজাতে শুরু করেছে আমি জানতামই না। হঠাৎই একদিন বই প্রকাশের ইচ্ছে ব্যক্ত করলেন, দাম্পত্য বিষয়ের উপর একটা পাণ্ডুলপি আছে আমার, প্রকাশ করবেন? শুনে যেমন খুশি হয়েছিলাম তেমনই ভয় ও জড়তা কাজ করছিল মনে। প্রকাশনার জগতে প্রথম পদক্ষেপ বলে কথা! আল্লাহর উপর ভরসা করে নেমে পড়লাম। আলহামদুলিল্লাহ আজকে সেই পাণ্ডুলিপির পূর্ণরূপ আপনাদের হাতে।

বন্ধুমহলসহ পাঠক মহলেও ইতোমধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে বইটি। ১ম মুদ্রণ শেষ হতে না হতেই চতুর্দিক থেকে চাহিদা বাড়তে থাকে। দ্রুত ২য় মুদ্রণ আনার জন্য অনুরোধ আসতে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ খুব অল্প সময়ে দ্বিতীয় মুদ্রণ বাজারে নিয়ে আসতে পেরেছি। নতুন প্রকাশক হিসেবে ভালো কিছু করার প্রয়াস পাই। আল্লাহ সহায় হোন। সকলের দোয়াপ্রার্থী।

সাধ্যানুযায়ী ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। দৃষ্টিনন্দন অঙ্গসজ্জা ও মজবুত বাঁধাই দিয়ে পাঠকের হাতে তুলে দিতে যারপরনাই সচেষ্ট ছিলাম। তবুও কিছু মুদ্রণপ্রমাদসহ ভুল থেকে যেতে পারে। ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ। তেমন কোনো ভুল হয়ে গেলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

ধন্যবাদান্তে
আবদুল হান্নান হক

Scanned by CamScanner

# শুরুর কথা

সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান সত্তার জন্য; যিনি আমাদের অন্তরে ভালোবাসা দিয়েছেন। দিয়েছেন উজাড় করে ভালোবাসার অসীম ক্ষমতা। আবেগ-অনুভূতি, মায়া-মমতা দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন আমাদের কোমল হৃদয়। যেমনটি দিয়েছিলেন আমাদের আদি পিতা-মাতা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর মধ্যে।

নারী পুরুষের ভালোবাসার সূচনা তো সেখান থেকেই! তাদের মাধ্যমেই শুরু হয়েছে পবিত্র, মধুময় "দাম্পত্য জীবন"। এ এক জান্নাতী বন্ধন! স্বর্গীয় জীবনাচার! ভালোবাসাবাসির সেই সূচনা লগ্ন থেকে পৃথিবীতে আজও মানুষ এ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সামনেও হবে। সৃষ্টি হবে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে ভালোবাসার উজ্জ্বল কতো উদাহরণ!

কিন্তু 'নারী'— তার ভালোবাসা কি আরও একটু নৈসর্গিক নয়? তার মায়া-মমতা তো আরও একটু গভীরতর!

তার আদর-সোহাগ কি আরও একটু প্রত্যাশিত কিংবা আকাঙ্ক্ষিত নয়?

হ্যাঁ, ব্যপারটা এমনই।

এ তো সেই নারী! ওহীর মতো মূল্যবান ঐশীবাণী বহনভারে ভীত-সন্ত্রস্ত কম্পিত শরীর নিয়ে ঘরে ফেরা জগৎশ্রেষ্ঠ মহামানবকে ভালোবাসার চাদরে যিনি আবদ্ধ করে নিয়েছিলেন নিজের বাহুডোরে! হুজুর সা. সেই মায়ার চাদরের উমে স্বস্তি লাভ করেছিলেন মুহূর্তের মধ্যেই!

এইতো সেই নারী! আগাগোড়া পুরোটাই যাকে মায়া, মমতা আর ভালোবাসা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা জীবনসঙ্গী প্রিয়তমকে খুব যত্ন করে ভালোবাসে। সীমাহীন আদর-সোহাগ দিয়ে ভরিয়ে রাখে তাদের হৃদয়। মায়া-মমতা দিয়ে আগলে রাখে তাদের জীবন! আদর

Scanned by CamScanner

সোহাগে নিজের পুরুষের মন কাড়তে যে তাদের কতো পটুতা, কতো দক্ষতা আর সচেতনতা!

ভালোবাসায় বিশ্বাসঘাতকতা করা, হৃদয় মায়া-ভালোবাসাহীন হওয়া, উগ্র, রূঢ় স্বভাব আর চরিত্রহীন হওয়া, এসব যেন নারীর সাথে কোনোভাবেই যায় না। নারী এমন স্বভাবের হবে— এ যেন মেনেই নেওয়া যায় না। নারী শব্দটার সাথেই যেন লেপ্টে আছে মায়া-মমতা, ভালোবাসা, সচ্চরিত্রা আর পবিত্রতার স্বভাব।

নারী মানেই সে হবে প্রেমময়ী। হবে সোহাগিনী। নারী হবে প্রচণ্ড ভালোবাসাপ্রবণ। হবে অনেক মায়াবতী।

বক্ষমান বইয়ের সন্নিবেশিত গল্পগুলো এমন কিছু নারীদের নিয়েই! তবে তা গতানুগতিক গল্প নয়; গল্পের অজুহাতে প্রেমময়ী শব্দ ও সত্তার পরিচয় মাত্র। বলতে চেয়েছি প্রেমময়ী স্ত্রীদের কথা। বুঝতে চেষ্টা করেছি, কারা আসলে সত্যিকারের প্রেমময়ী! আমাদের চারপাশের এমন অনেক লাভিং ওয়াইফ তথা প্রেমময়ী স্ত্রীদের বাস্তব জীবন থেকে নেয়া ভালোবাসার গল্প নিয়েই রচিত হয়েছে অনবদ্য গল্পগুলি।

**ছোট্ট একটু কৈফিয়ত :**

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমি সাহিত্যের দুগ্ধপোষ্য শিশু মাত্র। তাই উঁচু মাপের সাহিত্যিক কিংবা উচ্চ সাহিত্য বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে হয়তো এ বই অগ্রহণযোগ্য এবং পরিত্যাজ্য!

সুতরাং গল্পের কথাগুলো সাধারণদের মধ্য থেকেই যদি কারো মনপাড়ায় একটু নাড়া দিয়ে যায়, কিংবা সৃষ্টি করে একটু পবিত্র ভালোবাসার কোমল আলোড়ন, তাহলেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সার্থক মনে করবো।

সব ধরনের যৌক্তিক ভুল স্বীকার করে নেওয়ার অঙ্গিকার করছি।

জাকারিয়া মুস্তাফি
ফরিদাবাদ,ঢাকা
১৪/১২/১৯

Scanned by CamScanner

# সূচী


| | |
|---|---|
| ১. ভালোবাসার সংজ্ঞা | ০৯ |
| ২. আমি আছি তো | ১১ |
| ৩. দুটো দৃশ্যপট | ১২ |
| ৪. আমাদের শাওন | ১৪ |
| ৫. বয়ে নেওয়া ভালোবাসা | ১৬ |
| ৬. ব্ল্যাক ডায়মন্ড | ১৮ |
| ৭. ভালোবাসা তো সবল | ২০ |
| ৮. কর্তব্যপরায়ণতা | ২২ |
| ৯. একজন পরিবানু | ২৫ |
| ১০. এক টুকরো জান্নাত | ২৮ |
| ১১. হ্যাপি এ্যানিভার্সারি | ৩১ |
| ১২. ফিদ্দুনিয়া হাসানাহ | ৩৩ |
| ১৩. কান্নামাখা ভালোবাসা | ৩৬ |
| ১৪. বন্ধন | ৩৭ |
| ১৫. ভালোবাসার ছুঁতো | ৩৯ |
| ১৬. লাভলি ওয়াইফ | ৪১ |
| ১৭. সিনেম্যাটিক ভালোবাসা | ৪২ |
| ১৮. অদৃশ্য মায়া | ৪৫ |
| ১৯. সহযোদ্ধা | ৪৯ |
| ২০. সব সময় ভালোবাসলে কী হয় | ৫১ |
| ২১. আমাদের প্রেমময়ীগণ (গদ্য) | ৬০ |


Scanned by CamScanner

# ভালোবাসার সংজ্ঞা!

মধ্যবাড্ডায় চলছে জমজমাট কিতাব মেলা। বই নিয়ে যেকোনো ধরনের আয়োজনই বই প্রেমিদের হৃদয়ে ঝড় তুলে দেয়। আমাদের "কিতাবওয়ালা হুজুর" এমনই একজন মানুষ। মাসিক আয় খুব বেশী না। তবুও ঘর-সংসার সামলিয়ে ঘরে দু'তিন আলমিরা শুধু কিতাব আর কিতাব!

যেকোনো কিতাব মেলায় হুজুরের কিতাবের তালিকা বেশ বড় সড়ই থাকে। সেই তুলনায় এবারের মেলায় বাজেট নেই বললেই চলে। কিন্তু কিতাব তো তাকে টানে! যা আছে তা নিয়েই বিসমিল্লাহ করলেন। গেলেন। ঘুরলেন। বাজেটের মধ্যে স্বল্প কিছু কিতাব নিলেন। এবার ফেরার পালা!

কিন্তু হঠাৎই চোখ আটকে গেলো একটা দোকানের বুক সেলফে। যেখানে সাজানো রয়েছে আল্লামা তকি উসমানী সাহেবের লেখা "আসান তরজমা" কিতাবটি– নতুন সংস্করণ! নজর কাড়া প্রচ্ছদে সুসজ্জিত! মনটা কেমন আকুপাকু শুরু করে দিলো তার। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে একটু তৃপ্তি বোধ করলেন। পকেট শূন্য জানা সত্ত্বেও হাত দিলেন। আবার উঠিয়ে ফেললেন শূন্য হাত। শিগগির কেনার মতো টাকাও হাতে আসবে না। মেলায় তো ডিসকাউন্ট চলছে...

মনকে কোনোরকম প্রবোধ দিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন। হঠাৎ আহলিয়ার ফোন। কোথায় আছেন জানতে চাইলে কথা প্রসঙ্গে পছন্দের সেই কিতাবটি কিনতে না পারার কষ্টের কথাটাও শেয়ার করলেন বউয়ের কাছে। স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে আহলিয়া বললেন, আচ্ছা মন খারাপ করো না! পরেরবার হাতে টাকা আসলে কিনে নিয়ো! কিতাব তো আর শেষ হয়ে



Scanned by CamScanner

যাবে না! অতৃপ্ত মন নিয়েই হুজুর গন্তব্যে চলে গেলেন।

পরের দিন বিকেলে হঠাৎ মাদরাসায় হুজুরের 'শালাবাবু'র আগমন! বাসা থেকে নিশ্চিত বউয়ের কোনো ফরমায়েশ।

শালাবাবু এগিয়ে এসে সালাম দিলেন। হুজুরের হাতে একটি ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আপা পাঠিয়েছেন। বিকেলেই দিতে বলেছে তাই নিয়ে আসলাম। শালাবাবু চলে যেতেই হুজুর তড়িঘড়ি করে ব্যাগটা খুললেন। আলাদিনের চেরাগ দেখার মতো অবাক হয়ে দেখলেন, তার সামনে চকচক করছে নতুন একসেট "আসান তরজমা" !

সাথে একটা চিরকুট। তাতে লেখা– "আমার ঐ জমানো টাকা থেকে কিনেছি। রাগ করো না আবার! আর ছাত্রদের ভালোমতো কোরআন তরজমা পড়িয়ো কিন্তু!"

হুজুর নির্বাক হয়ে গেলেন। চোখ দু'টো ভিজে আসছে তার। মনের অলিগলিতে কী যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। সম্ভবত ভালোবাসার সংজ্ঞা...।

Scanned by CamScanner

# আমি আছি তো!

বিশাল আয়তনের সরকারি হসপিটাল। বেডে শুয়ে আছে মুমূর্ষু সব রোগী। কেউ কাতরাচ্ছে, গোঙাচ্ছে। কেউ কাঁদছে।

পূর্ব দিকের বেডে অসুস্থ স্বামীর পায়ের কাছে বসে আছে নির্ঘুম এক স্ত্রী। লোকটার রগছেঁড়া কাশির বিকট শব্দে যেন কেঁপে উঠছিল চারপাশ। প্রতিটা কাশিতে বালিশ থেকে মাথা উঠে যাচ্ছিলো তার। ডাক্তারগণ সময় মতো এসে দেখে যাচ্ছেন। আর যেসব দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন তা সব ঠিকঠাকভাবে পালন করে যাচ্ছেন তার স্ত্রী। লোকটাকে দেখা-শোনার মতো তেমন কেউ যে আর নেই, দিনরাত স্ত্রীর খাটাখাটনি দেখলেই তা বোঝা যায়।

সারাক্ষণ অসুস্থ স্বামীর সেবাযত্ন করে চোখের নিচে কালো করে ফেলা এই হতভাগিনীকে তবুও তুচ্ছ কারণে ঝাড়ি খেতে দেখা গেল ঐ বদরাগি স্বামীর। বেচারি তবুও কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। শুধু অনুনয় করে নিম্ন স্বরে বললেন, ঠিকাছে এমনটা আর হবে না। তুমি শান্ত হও। লোকটি শান্ত হয়ে বালিশে মাথা ঠেকালেন। পায়ে নরম হাতের নিবিড় ছোঁয়া পেয়ে পরম সুখে চোখ বুজলেন।

কিছুক্ষণ পর স্বামীর আচমকা ভয়ানক কাশিতে কেঁপে উঠলেন স্ত্রী। হন্তদন্ত হয়ে স্বামীর শিয়রের কাছে গিয়ে বসলেন। পরম আদরে তার মাথায় হাত বুলালেন। তারপর তার গালের সাথে গাল মিশিয়ে মায়াবী কণ্ঠে ফিসফিস করে বললেন, কোনো ভয় নেই! সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ! আমি আছি তো তোমার পাশে!

Scanned by CamScanner

# দুটো দৃশ্যপট

## [১]

হঠাৎ কীভাবে যেন ঠাণ্ডা লেগে কাশি ধরে গিয়েছে। দুপুরের দিকে কাঁথা গায়ে দিয়ে শুধু খুসখুস কেশে যাচ্ছি। সাথে প্রচণ্ড মাথা ব্যথাও হচ্ছে।

হঠাৎ দেখলাম, বউ রান্নাঘর থেকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। কমোরে আঁচল বাঁধা। চাঁদমুখজুড়ে বিন্দু-বিন্দু ঘাম।

পাশে বসে আমার দিকে ঝুঁকে কেমন মায়া কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো - কাশি হলো কীভাবে?

আমার সামান্য কিছু হলেই ও সহজে ধরে ফেলতে পারে। না বলতেই যেন বুঝে যায় আমার কোন কষ্টের কথা। কাছে এসে সবকিছু খুটেখুটে জিজ্ঞেস করে। যেভাবে হোক জেনেই ছাড়ে।

তখন ওর মুখভঙ্গি যেন এ কথা বলে- কী হয়েছে একবার বলেই দেখো! তোমার কোনো কষ্ট থাকতে দিবো না।

আমি কাশছি...

পাশের টেবিল থেকে সরিষা তেলের কৌটোটা নিয়ে প্রথমে মাথায় তারপর বুকে খুব যত্ন করে ম্যাসাজ করে দিলো কিছুক্ষণ। তারপর কাঁথাটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে দিয়ে উঠে যাওয়ার সময় বললে– রান্নার কাজটা শেষ করেই আবার আসছি। একটু চুপচাপ শুয়ে থাকো। আমি মুখ দিয়ে কিছু বলতে পারি না। যেন ছোট্ট খোকাটির মতো আদরে-আহ্লাদে, ভালোবাসায় উদ্বেলিত হতে থাকি। আমার যেন অনুভূত হতে থাকে– কই? কোন কষ্টই তো হচ্ছে না আমার!

Scanned by CamScanner

[২]

শরীরটা খুব খারাপ। বিছানায় শুয়ে কাশছি। ব্যস্ত রান্নাঘর থেকে রান্না করার আওয়াজ কানে আসছে। বোঝা যাচ্ছে, বউটা অনেক কষ্ট করছে। কিছুক্ষণ পর পাশের রুম থেকে মা বেরিয়ে আসলেন। ছোট ছোট পা ফেলে ধীরগতিতে আমার পাশে এসে বসলেন। কপালে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- কিরে, কাশি বাঁধালি কী করে?

আমি কথা বললাম না। বিয়ের আগে মা সবসময়ই আমার মাথায় তেল দিয়ে ম্যাসাজ করে দিতেন। বিয়ের পরও দিতে চাইতেন; আমি বলতাম- তুমি যাও, ওকে দিতে বলবো। মা কিছু বলতেন না। হয়তো ভাবতেন, ছেলে-বউ বেশ ভালোবাসাবাসিতে আছে, ওখানে আমার ভাগ নেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু সে-সময় মায়ের চাহনিটা দেখলে মনে হতো যেন তিনি বলতে চাইছেন, এটা আবার বউকে বলে -কয়ে করাতে হয়!

মা রুমে চলে যাওয়ার সময় রান্নাঘরের দিকে হাক দিয়ে বলেন, বউমা! ওর কাশি ধরেছে আবার, একটু মাথায় তেলজল দিয়ে দিয়ো দেখি!

বউ ব্যস্ত হাতে রান্নাঘর থেকে নির্লিপ্ত আওয়াজে বললো, টেবিলের ওপরে তো সরিষার তেল রাখা আছে...

বউ আর কিছু বলে না। কিন্তু কথার ঢং যেন বলে এই কথা, এতটুকু কাশিতে আবার এসে দেখতে হবে? একটু নিজে করে নিতে পারে না!

বউয়ের কথার সুর যেন মা-ও বুঝতে পারে। কিন্তু কিছু বলতে পারেন না। মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে হয়তো তখন মনে মনে বলেন, বউমা, তোমার এতটুকু যত্ন পাওয়ার জন্য যে আমার ছেলেটা কত হাঁসফাঁস করে সেটা যদি তুমি একটু বুঝতে!!

দু'টি দৃশ্যপটে দু'জনই স্ত্রী। দুজনারই ব্যস্ত সংস্যার। কিন্তু যেজন প্রেমময়ী সে যেন শতকিছুর পরেও ভালোবাসতেই অভ্যস্ত থাকে।

Scanned by CamScanner

# আমাদের শাওন

বন্ধু মহলে শাওন ছেলেটা কি কম দস্যি ছিলো! অনেক বড় বড় দুষ্টুমিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতো ওর। ওর মা তো শুধু তিনবেলা খাবারের সময়ই ওকে ঘরে দেখতে পেতো!

সেই আমাদের শাওনের যে কী হলো! মানুষ তো বিয়ে করবেই! কতো মানুষই তো করে! তা ওর মতো এমন ঘরকুনো হয়ে থাকে নাকি সারাদিন! এখন দশ-বারো বার ফোন করলে একবার রিসিভ করে। তাড়াহুড়ো করে বলে- "দোস্ত পরে কথা কমুনে, এখন রাখি।" বলেই হুট করে ফোন রেখে দেয়।

বন্ধুদের একজন বললো, হতচ্ছাড়াটাকে ধরতে হবে! নতুন বউ পেয়ে একেবারে মজে আছে!

বন্ধুদের 'সৌভাগ্যক্রমে' আর শাওনের 'দূর্ভাগ্যবশত' বাজারেই একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল শাওনের সাথে। কয়েকজন মিলে ওকে টেনে-টুনে ধরে দোকানের বেঞ্চিতে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

কী রে! তোর কী অবস্থা বলতো! বিয়ে কি তুই একলাই করছোস পৃথিবীতে! আমাগো এইভাবে ভুইলা গেলি কেমনে?

শাওন অসহায়ের মতো ওদের দিকে তাকিয়ে বললো, দোস্ত, সময় নিয়া পরে আসমুনে, এখন ছাড়। বাসা থেকে একটা কাজে বের হইছি। তাড়াতাড়ি ফেরার আদেশ আছে। দেরি হইলে আবার সমস্যা আছে! বন্ধুরা একযোগে বললো, না-না, ওসব ভুংভাং দিলে চলবে না। তুই এখন দুই ঘণ্টা বইসা থাকবি আমাদের সাথে। শাওন জানে, এসব ওদের দুষ্টুমি। ওকে আসলেই মিস করছে সবাই। ও তখন অনুযোগের স্বরে বললো,

কী করবো বল, আমি কি আর আসতে চাই না? ও আসতে

Scanned by CamScanner

দেয় না। জোর করে যখনই বের হতে চাই তখনই ও দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে পথ আগলে বলবে, বের হয়ে দেখো না!

তা মুখটা এমন কালো করে মায়াবী কণ্ঠে বলবে, তা দেখে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। আমি দ্রুত গিয়ে খাটের উপর বসে পড়ি। অনেকক্ষণ পর যখন আবার বলি–এখন যাই? এতক্ষণ বাসার মধ্যে থেকে কী করবো? ও তখন বিরক্ত হয়ে বলে, ধ্যাৎ, এতো যাই যাই করো কেন? আসো শুয়ে থাকি! গল্প করি!

এখন তোরাই বল, আমি কী করবো? কাজ ছাড়া তো ঘর থেকে বের হতেই পারি না। আমাকে ছাড়া নাকি ওর এক মুহূর্তও ভালো লাগে না।

শাওনের কথাবার্তা শুনে বন্ধুদের মধ্যে তো একেকজনের উথাল-পাতাল অবস্থা! সব যেন ঝিম মেরে আছে।

একজন ওকে তাড়াতাড়ি বেঞ্চ থেকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো, এই ছেলে এখন দুনিয়ায় নাই। ও এখন জান্নাতে আছে জান্নাতে!

ওরা একটা রিকশা থামিয়ে শাওনকে ঠেলে উঠিয়ে দিয়ে বললো, ভাই, তুই তো ঘরে জান্নাত রেখে আসছোস! তুই তো জান্নাতি মানুষ! কাজ ছাড়া বাইরের এক মুহূর্তও তোর জন্য না। তাড়াতাড়ি বাসায় যা!

বন্ধুদের কাণ্ডে শাওন তো রীতিমতো হতবাক!

কী যে করে না ওরা!!

Scanned by CamScanner

# বয়ে নেওয়া ভালোবাসা

দুই বন্ধুর কর্মস্থল একই জায়গায়। ছুটি-ছাটাতে এক সাথেই আসা-যাওয়া হয়। ঈদের ছুটি শেষ। আজ কর্মস্থলে ফিরছে দু'জন। লঞ্চে ওদের সফরটা বেশ জমে। কেবিনে ধুমায়িত চায়ের জম্পেশ আড্ডা শেষে রাতের খাবারের জন্য বসলো ওরা।

মিজান খুব উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলো বন্ধুকে– দেখি তো, ভাবি সাহেবা কী দিয়ে দিলো সাথে, বের কর তাড়াতাড়ি বের কর!!

বন্ধু মুচকি হেসে বেডের পাশে রাখা ব্যাগটা নিয়ে খুলতে খুলতে বললো, আর বলিস না! প্রতিবার আসার সময় তোর ভাবি আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়ে। এই দ্যাখ! শুধু রাতের খাবারই দিয়েছে চার-পাঁচ পদের। তুই সাথে আছিস জেনে সব বেশি বেশি দিয়েছে।

একেকটা হটপট খুলে খুলে দেখিয়ে বললো, এই মুরগির গোস্ত, গরুর গোস্ত, মাছ, সবজি, পায়েস! আবার আমার বিরিয়ানি পছন্দ তাই সেটাও আলাদা করে দিয়েছে, তবে বিরিয়ানি কিন্তু আমাকে একা একা খেতে বলেছে, বলেই বন্ধু হোহো করে হাসতে হাসতে আবার বললো, আমার এসব পছন্দ বলে ও আগের দিন থেকেই এসব নিয়ে দৌঁড়ঝাপ শুরু করে দিয়েছিলো।

আমি এতো করে বললাম যে, শুধু শুধু এতো ঝামেলা করো না কিন্তু ! আমি এতো কিছু টেনে নিতে পারবো না! তাছাড়া এতো খাবার আমি কিভাবে খাবো বলতো!! কে শোনে কার কথা! সে মুখে আঙ্গুল চেপে, চোখ পাকিয়ে বলে–একদম চুপ থাকো! যা দিবো সব নিয়ে যাবা। আমি বেশি জোর করলেই আবার শুরু হয়ে যায় মান-অভিমান। তারপর কতো কথা যে

Scanned by CamScanner

শুনতে হয়! আসার সময় কি আর ওসব ভালো লাগে?

তাছাড়া শুধু কি রাতের খাবার? সাথে আরও কতো কিছু যে দিয়ে দিলো! এই ধর কয়েক রকম পিঠে, আচার, হাবিজাবি আরও কতো কি! আমার তো অনেক সময় মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আর এদিকে সে আমার কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, এগুলো শুধু খাবার না, "ভালোবাসা"।

'বয়ে নিয়ে যাও না গো একটু আমার ভালোবাসা' বলেই হিহি করে হেসে দেয়। এরকম করে বললে আর কার রাগ থাকে বল তো! আমি যখন বিরক্তির হাসি দিয়ে বলি, এই যে এতো কিছু করো, কষ্ট হয় না তোমার? মেয়েরা আরও চায় যে কিভাবে কাজবাজ কম করে পারা যায়। সে তখন মিষ্টি হেসে বলে, মেয়েদের জীবনে এরকম একজন মানুষ থাকে যার জন্য সারাদিন গায়ে খাটলেও কষ্ট অনুভব হয় না। বরং শান্তিই লাগে।

বন্ধুর এরকম ভালোবাসার ফিরিস্তি শুনে মিজানের মুখটা কেমন মলিন হয়ে গেলো। বিষণ্নতায় যেন ঘিরে ধরলো ওকে। বন্ধু বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলো, কীরে তোর আবার কী হলো হঠাৎ! মিজান কেমন অসহায়ের মতো করে বললো, আমার বউ তো আমার জন্য এমন করে না!

বন্ধু জানে, সব মেয়েরা এমন হয় না, হবে না। এটা স্বাভাবিক। তবুও শান্তনাচ্ছলে মিজানের পিঠ চাপড়িয়ে বন্ধু বললো, ধুরশালা! বউকে একটু ভালোবাসতে শেখ! দেখবি ফিদা না হয়ে যাবে কই?

Scanned by CamScanner

# ব্ল্যাক ডায়মন্ড

তিনি হাদিসের একজন উস্তাদ। হুজুর সা.এর বাণী চর্চায় উজ্জীবিত ইলম ও আমলে প্রদীপ্ত মাঝ বয়সী একজন পুরুষ। কিন্তু ইলম আমলে নুরানী হলেও বেচারার ত্বক কেমন যাচ্ছেতাই কালো!

মাঝারি সাইজের কুচকুচে কালো দাড়ি আর পুরুষ্ট রেখার গোঁফ নিয়ে কেমন তেলচিটে একটা চেহারা। দেখতে কেমন ভয় ভয় লাগে!

ছাত্রদের মাঝে কিছু দুষ্টরা তাকে নিয়ে আড়ালে কতো কিছু যে বলে! হুজুর সব কিছু দেখেন। বোঝেন। কিন্তু এ নিয়ে তার কোনো আক্ষেপ নেই, নেই ক্ষোভ কিংবা কোনো অভিমান! তিনি এই চেহারা নিয়েই বেশ খুশী এবং সুখী! সেই খুশীর রহস্য তিনি মাঝেমধ্যে ক্লাসে বলে ফেলেন ছাত্রদের মাঝে। কালো বর্ণের সাহাবী হযরত মুগিসের প্রসঙ্গে হাদিস এলে তখন খুব খুশি খুশি গলায় তিনি বলেন, আরে ব্যাটা! তোরা তো আমারে নিয়া পিছনে পিছনে কতো কিছু বলিস, আমি তো জানি! কিন্তু এই আমিই যহন ঘরে যাই, আমার বউ তহন আমারে ছাড়তে চায় না। আমার আদর যত্ন করার লাইগা ব্যাস্ত হয়ে পড়ে। আরও যে কতো কী!!

এসব শুনে তো ছাত্ররা হা হয়ে থাকে! কতজন যে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে! মনে মনে বলে, এই লোকের মধ্যে এমন কী আছে! ক্লাসশেষে হুজুর এই কথা বলে উঠে যেতেন, বুঝলি, পিরিতের পেত্নীও ভালো!

তবে তিনি যতোই খুশিতে গদগদ থাকেন না কেনো, ভিতরে সবসময় কেমন যেন একটা ভয় কাজ করে তারও! বউটা তো মাশাল্লা একেবারে হুরপরী! আশঙ্কা করেন, না জানি তার অবস্থাও সেই সাহাবি মুগিসের মতো হয়!!

Scanned by CamScanner

যাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তার সুন্দরী বিবি বারিরা রা.। শহরের অলিগলিতে যার পিছনে ঘুরে ঘুরে কপল দাড়ি ভিজিয়েছিলেন, তাকে ছেড়ে না যাওয়ার জন্য। যার ভগ্ন হৃদয়ের করুন আকুতি ছিলো– 'বারিরা! আমাকে ছেড়ে যেয়ো না'! বারিরা'র সাফ কথা– যাকে ভালো লাগে না, মনে ধরে না, তার সাথে ঘর কীসের!!

সেই নবী সা.'র যুগেই কালো বর্ণের কারণে স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন স্ত্রী। এমনকি হুজুরের পরামর্শও সে গ্রহণ করেনি। তাহলে এই যমানায় সে আর কোন ছাড়?

একবার এসব আশঙ্কার কথা একদিন বউয়ের কাছে মুখ ফসকে বলে ফেললেন তিনি। বউটাও ভারি দুষ্টু আছে! সুযোগে বেচারার সাথে একটু মজা করে নিলেন কিছুক্ষণ।

ব্যাস! এতেই বেচারা মানে-অভিমানে একেবারে একাকার। কেমন কাঁদো কাঁদো ভাব! অবস্থা দেখে বউ সাথে সাথে আহ্লাদী কণ্ঠে মান ভাঙিয়ে বললেন, কী যে বলেন না! আপনার কি মাথা খারাপ! আমি আপনাকে ছেড়ে যাবো কোন দুঃখে? আপনাকে যে আমি একজন সৎ আর আদর্শবান স্বামী হিসেবে পেয়েছি এটাই আমার কাছে সবচে বড়! আপনিই তো আমার ব্ল্যাক ডায়মন্ড! এই কথা শোনার পর তার কালো বর্ণের চেহারায় যেন নুরের ঢেউ খেলে যায়!

শুকরিয়া আদায় করার ভাষা যেন হারিয়ে ফেলেন তিনি!

Scanned by CamScanner

# ভালোবাসা তো সবল!

কবিরের সংসার চলতো এই একটা মাত্র রিক্সার মাধ্যমেই। দিনমান খাটাখাটনি করে স্বল্পআয়ের সংসার ওর। এর বাইরে টুকটাক কিছু করে আরেকটু সচ্ছলতা বাড়ানোর চেষ্টাই যখন করছিল ঠিক তখনই এলোমেলো হয়ে গেলো সব কিছু। রিক্সা নিয়ে এক্সিডেন্ট করে হারাতে বসল একটা পা। নিরুপায় হয়ে মরার মতো ঘরে পড়ে রইল। সন্তানহীন এই ছোট্ট ঘরে একমাত্র জীবন সঙ্গিনী ছাড়া ওর আর কেউ নেই। বড়সুন্দরী, পূর্ণ যৌবনা ওর স্ত্রী। মেয়েটা খুব কেঁদেছে কিন্তু ধৈর্যহারা হয়নি একবারও।

স্বামীর চিকিৎসার জন্য নেমে পড়েছে সংগ্রামে। কিন্তু মানুষের বাসায় ঝিয়ের কাজ করে আর কতো টাকাই বা কামানো যায়! পাড়ার অনেক ঝি-বউয়েরা মাঝেমধ্যে ওকে সান্ত্বনা দিতে আসে। অনেক মহিলা ফিসফিসিয়ে কুপরামর্শ দেয়–তুমি কি জীবনটা এই ভাবেই শেষ করতে চাও! এইভাবে ধুকে মরার কোন অর্থ আছে? আর একটা বিয়া কইরা সুখের সংসার পাতো। এরকম অক্ষম স্বামী নিয়া তুমি কয়দিন চলবা?

মেয়েটা জানে যে, তাকে উপেক্ষা করার মতো ক্ষমতা কোন পুরুষের নেই কিন্তু কোন এক অদৃশ্য জালে যেন ও আটকা পড়ে যায়! তাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা মাথায় আসলেই যেন অপরাধবোধ কাজ করে। চোখের সামনে ভাসতে থাকে পিছনের সেই সুখের দিনগুলির দৃশ্য।

ভাবতে থাকে, এই লোকটা সুস্থ সবল থাকতে আমাকে কখনো কষ্ট দেয়নি। একটা খারাপ কথা পর্যন্ত বলেনি। আমার সব চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করেছে এই সামান্য রিক্সা চালিয়ে! এখন তার এই দুঃসময়ে তাকে ছেড়ে চলে গেলে

Scanned by CamScanner

আমার মরণ হওয়া উচিত!

কতো মানুষ আছে যারা ওর এসব ভাবনা শুনলে হাসাহাসি করবে! বোকা, কপালপোড়া হতোভাগিনী বলে তিরস্কার করবে। কিন্তু যখনই ও স্বামীর দিকে তাকায় তার চেহারায় যেন স্পষ্ট ফুটে ওঠে অসহায়ত্বের ছাপ।

ওর ছলছল মায়াবী নয়নের দিকে তাকালে সে বুঝতে পারে যে বউয়ের কষ্টের কারণে সে নিজেও কতটা কষ্ট পাচ্ছে। কবির মাঝেমধ্যে ওর কাছে ক্ষমা চায়। নিজের অসহায়ত্বের কথা স্বীকার করে। নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখায়। তখন ওর বউ আনমনে ভাবতে থাকে যে, সে পঙ্গু হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার ভালোবাসাটা যে এখনো সবল! এই ভালোবাসাটুকু নিয়েই কি বাকি জীবনটা কাটানো যায় না!!

বাস্তব জীবন নাটক-সিনেমা নয় ঠিক! কিন্তু এও বাস্তব সত্য যে, স্বামীর যেকোনো অসহায়ত্বের সময় তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো মেয়েও যেমন আমাদের সমাজের চারপাশে বিদ্যমান, তেমনি স্বামীর ভালোবাসা নিয়ে জীবন সংগ্রাম করা কবিরের বউয়ের মতো মেয়ে কম হলেও আছে আমাদের সমাজে। পার্থক্যটা শুধু আমাদের জানার মধ্যে!

Scanned by CamScanner

# কর্তব্যপরায়ণতা!

স্ত্রী বেশ কিছুদিন ধরে স্বামীর আজিব পরিবর্তনের ব্যাপারটা লক্ষ্য করছেন। অবাক হচ্ছেন! যেই লোককে এক গ্লাস পানি দিতে দেরি হলেও বউকে কথা শোনাতে ছাড়েন না, সেই লোক এখন পারলে বউকে পানি ঢেলে খাওয়ান। গোসল সেরে লুঙ্গীটা যে জীবনে ধুয়ে দেখেননি, সে এখন সামান্য একটা টুপিও নিজে ধোয়ার চেষ্টা করেন। রান্নাবান্না আর কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্য ইতোমধ্যে একজন বুয়াও ঠিক করে ফেলেছেন। মা-বাবার দেখভাল বেশীর ভাগ এখন স্বামীই করছেন। বউর আগের মতো আর তেমন দৌঁড়ঝাপ করতে হয় না। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ এমন পরিবর্তন যেকোনো মানুষকেই ভাবিয়ে তুলবে।

স্ত্রীও রীতিমতো হতবাক! হলোটা কি! আগেকার সময়ে বড় পরিবারে একটা নিয়ম ছিলো, স্ত্রীর কোনো অন্যায় হলে শাস্তি হিসেবে তাকে ঘরকন্নার কাজ থেকে অব্যহতি দেয়া হতো। তখনকার সেটা স্ত্রীদের জন্যও ছিলো খুব অপমানজনক। সেই ভয়টাই যেন এখন পেয়ে বসেছে তাকে। ক্ষণে ক্ষণে বুকটা কেঁপে উঠে এই ভেবে যে এমন করে আবার আমাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার মতলব আঁটছে না তো! এই সংশয় দূর করার জন্যই একদিন রাতের বিছানায় স্বামীর হাত ধরে অনুনয় করে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কি কোনো অন্যায় হয়েছে! দিনদিন সবকিছু থেকে আমাকে কেমন দূরে সরিয়ে দিচ্ছো! বলবে না আমাকে কী হয়েছে?

স্ত্রীর কথা শুনে স্বামীও যেন রীতিমতো অবাক!

- দূরে সরিয়ে দিচ্ছি মানে?

- এই যে, আমাকে তোমার কোনো কাজই করতে দিচ্ছো না!

Scanned by CamScanner

স্বামী কেমন ঢং করে বললেন,

এই তো! এই তো মেয়েদের এই এক সমস্যা! কোথায় তার কষ্ট দূর করে তাকে রানীর মতো করে রাখতে চাইলাম, আর সে কিনা বলে তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি!! স্ত্রী অসহায় ভঙ্গিতে বললেন,

আচ্ছা, ঘরের কাজবাজ আমি করলে সমস্যাটা কোথায়?

স্বামী ভ্রু কুঞ্চিত করে বললেন, কেনো, তুমি করতে যাবে কেনো? এসব কি তোমার দায়িত্ব? স্ত্রী শুনে যেন হা হয়ে গেলেন!

-আমার দায়িত্ব না মানে? তাহলে কার?

স্বামী এবার দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, হুম, ঠিকই তো, ঘরের কোনো কাজবাজের দায়িত্ব তোমার না। তুমি শুধু রানীর মতো থাকবে। আরে শোন! সেদিন আমাদের গলির মোড়ে যে মাহফিলটা হয়েছিলো না! সেখানে গিয়েছিলাম। হুজুর সেখানে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। আমি তো জানতামই না যে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নারীদের এতো সম্মান দিয়ে রেখেছেন। ইসলাম ধর্মে নারীদের তো রানীর মতো মর্যাদা দেয়া হয়েছে! শরিয়ত মতে ঘরের কোনো কাজবাজ এবং রান্না বান্নার দায়িত্ব এমনকি আমার মা,বাবার দেখভাল করার দায়িত্বও তোমার না। এরকম আরও কিছু বিষয় আছে। তো বোঝো এবার! নারীদের কী পরিমাণ মূল্যায়ন করেছে ইসলাম!

এদিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথাগুলো শুনে স্ত্রী তো হেসেই খুন! হাসতে হাসতেই মুখ ভেঙচিয়ে বললেন, ইশশিরে! আসছে আমার কর্তব্যপরায়ণ স্বামীটা! শোনেন মশাই! শরিয়তে এরকম বিধান থাকলেও মেয়েরা কিন্তু স্বামীর বাড়িতে শুধু পা তুলে বসে খাওয়ার জন্যই আসে না! প্রতিটা মেয়ের কাছেই বিয়ের পর তার স্বামী আর সংসারই হয় সাধনা। যেই মেয়ে সত্যিকারর্থেই তার স্বামীকে ভালোবাসে সে শুধু ঘরের

Scanned by CamScanner

কাজবাজ কেনো! স্বামীর সুখের জন্য সে সবকিছুই করতে পারে। মেয়েরা স্বামী আর নিজের সংসারকে ভালোবেসে সুখী হতেই অভ্যস্ত। নারীদের নারীত্বই এখানে।

শুধুমাত্র কর্তব্যের দোহাই দিয়েই কিন্তু একসাথে থাকা সম্ভব না। দু'জন দু'জনার ভালোবাসাই এখানে মূল চালিকাশক্তি। কর্তব্য বা সমঅধিকারের দোহাই দিয়ে ফেতনা সৃষ্টি করে একমাত্র উচ্ছৃঙ্খল আর উগ্র নারীবাদ মানসিকতার মেয়েরাই। বুঝলেন তো জনাব! আপনার কোনো হাপিত্যেশ করতে হবে না। আপনার সেবা যত্ন আর ঘরের কাজবাজ নিয়ে আমার কোনো এ্যলার্জি নেই।

স্ত্রীরা শুধুমাত্র তার স্বামীর ভালো আচরণ, সুন্দর ব্যবহার আর ভালোবাসার কাঙ্গাল হয়। এর বাইরে আর কিচ্ছু তারা চায় না। আপনার শুধু আমাকে একটু ভালোবাসলেই চলবে। এদিকে স্বামীও স্ত্রীর বিশাল বক্তব্য শুনে মিটিমিটি হেসে বললেন, বাব্বাহ! এ দেখি মারাত্মক জ্ঞানগর্ভ কথা! তবে যাইহোক তোমাকে ছাড় দিতে চাচ্ছি কিন্তু তুমি নিতে চাচ্ছো না! অন্য মেয়েরা হলে কিন্তু ঠিক লুফে নিতো এই অফারটা! স্ত্রী মুখ বাকিয়ে বললেন, নিক লুফে তাতে আমার কি? আমার এই অফারের দরকার নেই। স্বামী দুষ্টু হাসি হেসে বললেন, তাই! আচ্ছা ঠিকাছে!

কতোদিন পারেন দেখা যাবে! তবে আরও একটা বড় কাজের কথা রয়ে গেছে। সেটা আবার ভুলে যাবেন না যেন! এটা না হলে কিন্তু অন্য সব কাজ বৃথা! স্ত্রী আড় চোখে তাকাতেই স্বামী মুখ টিপে হেসে বললেন, ঐ সময়টা দিবেন এবং একটু বেশি বেশি দিতে হবে কিন্তু কেমন! কথা শেষ না হতেই স্বামীর গায়ে আদূরে কিল বসিয়ে লাজনম্র কণ্ঠে স্ত্রী বললেন, খুব ফাজলামো করা হচ্ছে তাই না!!

Scanned by CamScanner

# একজন পরিবানু

স্বামী গত হয়েছেন দু'তিন বছর হয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের বিয়ে-শাদী, নাতী-নাতনীর মুখ সবই দেখে গেছেন লোকটা। পরিবানু এখন ভারমুক্ত। এই পড়ন্ত বয়সে খেয়ে, পরে আল্লাবিল্লাহ করে দিন গুজরান করলেই হলো এখন। কিন্তু কিসের যেন একটা অস্থিরতা, কিসের যেন একটা অভাববোধ করে সময় কাটছে তার। কার কাছে বলা যায় এসব! এ যে সমাজে লজ্জার কথা!

পাশের বাড়ির যুবতী বধু আফিয়ার কাছে তিনি প্রায়ই আসেন। গল্পসল্প করে সময় কাটান। একদিন এই সেই বিভিন্ন কথাবার্তা বলে হঠাৎ আফিয়ার হাতদুটি নিজের হাতে নিয়ে খুব অনুনয়ের সুরে ফিসফিস করে বললেন,

মা শোন! তোকে কিন্তু এই আমিই বিয়ে দিয়েছি। এখন ঘর সংসার করছিস, সন্তানের মুখও দেখেছিস! এখন আমাকেও তুই বিয়ে দিবি, বলেই ফিক করে হেসে দিলেন পরিবানু।

অপ্রত্যাশিত এই কথাটা শুনে আফিয়ার মাথায় যেন বাজ পড়লো। বলে কি এই বুড়ি! এই বয়সে এসে বুড়ির গায়ে কি বসন্তের হাওয়া লাগলো নাকি!

আফিয়ার অবাক চাহনি দেখে পরিবানু বললো, শোন, তোরা ঐ কী ডিজিটাল না ফিজিটাল যুগের মেয়ে। তোদের তো স্বামী নিয়ে বহুত এ্যালার্জি! কতো ক্ষোভ! কতো আপত্তি!

আমরা বাপু মাথায় অতো শত চিন্তা নিয়ে স্বামীর ঘর করি নাই। আমরা স্বামী মানে বুঝেছি শ্রদ্ধা আর সম্মানের পাত্র। ভালোবাসার আঁধার। জীবন মরণের সঙ্গী আর একমাত্র অভিবাবক। স্বামীর সেবা যত্ন করে তার পাশে থেকে ভালোবেসে জান্নাত লাভের চেষ্টাই করেছি সবসময়। সংসারে সমস্যা

Scanned by CamScanner

ছিলো। আমার চাহিদা ছিলো, আবদার ছিলো। কিন্তু সবই ছিলো ভলোবাসাপূর্ণ। তাকে বোঝার চেষ্টা করেছি। তার অবস্থা বোঝার চেষ্টা করেছি। চাহিদা পূরণ করতে না পারলে "মুরোদ নেই" বলে অপমান করিনি। বরং প্রেরণা দিয়ে তার পাশে থেকেছি।

আজকাল মেয়েদের যে অবস্থা, একটু পান থেকে চুন খসলেই হলো। জীবন, সংসার সব কিছু জটিল করে তোলে। তার সাথে আর সংসার করা সম্ভব না, ডিভোর্স চাই, এই সেই কতকিছু!

আলাদা হওয়ার মতো যৌক্তিক কোনো কারণ থাকলে তো শরিয়তে বিধান আছেই। সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এরা সামান্যতেই অযথা জীবনটাকে বিষিয়ে তোলে । সংসারটাকে এলোমেলো করে দেয় অল্পতেই!

এদিকে পরিবানুর কথাবার্তা শুনে যেন ঘোরের মধ্যেই পড়ে আছে আফিয়া। আচমকা ঘোর ভেঙে পরিবানুর কাছ ঘেঁসে ফিসফিস করে বললো, আচ্ছা সবই বুঝলাম খালা, কিন্তু এই বয়সে... একটু খুলে বলেন তো কাহিনীটা কী!!

পরিবানু ওকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললো, ধুর, কাহিনী কী আবার! বিয়ে করা কি খারাপ কিছু! এই দেখ তো আমার দিকে চেয়ে! এখনো খারাপ আছি কোনো দিক থেকে!! বলে লজ্জায় নিজেই হেসে দিলেন।

পাড়াগাঁয়ে এমনিতে কি আর তার নাম পরিবানু হয়েছে! এখনো যে ডাকের সুন্দরী! এই বয়েসেও যে রূপ দেহ ধরে রেখেছেন, ছোকরা ছেলেপুলে তাকালেও কোথায় যেন একটু চিনচিন করে লাগবে তাদের!!

পরিবানু আফিয়ার থুতনিতে আদর করে বললেন, তুই কী মনে করিস জানি না! স্বামীর আদর, সেবা যত্ন করেই এই বয়স পর্যন্ত এসেছি। ভলোবাসায় কখনো তাকে ফাঁকি দেয়নি।

Scanned by CamScanner

চেয়েছিলাম মরণের আগ পর্যন্ত তার পাশে থেকে যাবো। কিন্তু উনি তো আগেই আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। পরিবানুর গলা ভারী হয়ে আসলো।

কান্না ধরা গলায় তিনি বললেন, আমি আবার স্বামীর খেদমত করতে চাই! এটা অনেক সওয়াবের কাজ, তুই আমার জন্য একজন মানুষ দেখ!

আফিয়া মুখ টিপে হেসে বললো, ও এই কথা! আচ্ছা দেখবো আপনার জন্য জামাই। তার আগে বলেন তো, জোয়ান দেখে দেখবো নাকি কুঁজো বুড়ো হলেও চলবে? হোহো করে হেসে উঠলো আফিয়া।

পরিবানু লজ্জা পেয়ে আফিয়ার গাল টিপে দিয়ে বললেন, যাহ ছেরি!!

পতিহারা বয়স্কা সুন্দরী পরিবানুর কথা গাঁও-গ্রামের কে না জানে?

যার যা প্রয়োজন সে তো তার খোঁজ রাখবেই! পাশের বাড়ির সদ্য বিপত্নীক হয়ে যাওয়া কারী লিয়াকত সাহেবেরও নাকি একজন সঙ্গিনী প্রয়োজন। তিনি নাকি সেই পরিবানুকে বিয়ে করার ইচ্ছাও পোষণ করেছিলেন। কিন্তু ওনার ছেলেমেয়েদের চোখ রাঙ্গানীতে বেচারা আর টু-শব্দ করতে পারেননি! সমাজের বাঁকা চাহনির ভয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরিবানুর বৈধ ইচ্ছেটা বোধহয় আর পূরণ হবে না!

Scanned by CamScanner

# এক টুকরো জান্নাত

যথেষ্ট নম্র-ভদ্র, আর সহজ-সরল মানুষটা। দুনিয়ার অতো শত ভাবনা নেই তার। এই ব্যবসা-বাণিজ্য আর ইবাদত বন্দেগীই হলো তার আরাধনা! বিয়ে-শাদী নিয়ে ভাবনা আছে তবে পেরেশানি ছিলো না কখনোই। কারণ ঐ বুঝ হওয়ার পর থেকে এই উত্তাল যুবক বয়স পর্যন্ত এখনো প্রভুর কাছে নিয়মিত দোয়া দরখাস্ত করে আসছেন! আর নারী ফেতনা থেকে রয়েছেন যথেষ্ট দূরে!

প্রভুর দরবারে হাত উঠালেই তার দোয়া ছিল একজন নেককার, পূণ্যবতী, প্রেমময়ী স্ত্রীর জন্য। কেঁদেকেটে যেন একাকার হতেন মোনাজাতে! কেনই বা হবেন না! আজকাল যা দিন পড়েছে! ধার্মিক মেয়ে, হুজুরের মেয়ে, মডার্ন মেয়ে, কোনোটাতেই যেন আর আস্থা রাখা যায় না। চারপাশের বাস্তবতা এর জলজ্যান্ত প্রমাণ। সবশ্রেণির মেয়েদের মধ্যেই কমবেশি অবৈধ সম্পর্ক, পরকীয়া, তুচ্ছাতিত বিষয়ে ডিভোর্স, এসব যেন পানিভাত হয়ে গেছে।

যেমন অনেক সময় দেখা যায় খুব একটা ধার্মিকতা নেই এমন মেয়েরাও তথাকথিত ধার্মিক মেয়েদের থেকেও ভাল হয়- চরিত্রে, আচরণে, সতীত্বে। এমন নজির সমাজে কম না! কারণ, উচ্ছৃঙ্খল বাজে স্বভাবের স্ত্রী নিয়ে যেমন অনেক স্বামীকে দুর্ভোগ পোহাতে দেখা যায়, তেমনি আজকাল এমন অনেক পর্দানশীন, রোজা-নামাজী স্ত্রীদের কারণেও অনেক পুরষকে কাঁদতে দেখা যায় তাদের নিয়ে নানান অশান্তির কারণে। যদিও এ সংখ্যাটা কম।

তবে পর্দানশীন, রোজা-নামাজী হলেই যেকোনো মেয়ে

Scanned by CamScanner

প্রেমময়ী হবে এমন ভাবলে অবশ্য ভুলই হবে। ভালো মন্দ সবশ্রেণির মধ্যেই আছে। তবে ভালোটা আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে আমাদের।

তাই তিনিও দোয়া করে করে নিজেকে সবসময় প্রবোধ দিয়েছেন যে মনের মতোই পাবেন। মানুষের কাছে তো আর চাইছি না। মহান দাতা আল্লাহর কাছেই চাইছি। তিনি অবশ্যই দিবেন। নিরাশ হবো না।

কদিন মাত্র হলো কন্যা দর্শন পর্ব শেষ করেলেন। দিন তারিখও ঠিক হয়ে গেছে। বিয়ের আর মাত্র সপ্তাহ খানেক বাকি।

লোকটার সে যে কী অস্থিরতা! কেমন হবে আসন্ন প্রিয়তমা!

আদর করা পোষা বেড়ালের মতো হবে নাকি জাতি সাপের মতো ফোঁসফোঁস ফনা ধরবে! ভালবাসা কি বুঝবে! নাকি অনুভূতিহীন জড়ো পদার্থের মতো হবে! তার কথা একটাই! সব কষ্ট সহ্য করতে রাজি আছি কিন্তু যাকে নিয়ে জীবনের শেষ পর্যন্ত কাটাতে হবে, তার সাথেই যদি না হয় মনের মিল। না হয় যদি ভলোবাসা, তাহলে অর্ধেক হাবিয়া তো দুনিয়াতে বসেই দেখে যেতে হবে! অন্যদের মতো "একটা গেলে আরেকটা পাবো"র নীতি তার ভালো লাগে না। একজনই হোক প্রথম, সেই হোক শেষ!

কতো দম্পতি ভালোবাসাহীন নিস্প্রাণ সংসার জীবন পার করে যাচ্ছেন দিনের পর দিন! এসব ভাবতেই যেন তার গা শিউরে ওঠে! ভাবতে ভাবতেই একদিন শুভক্ষণ চলে এলো। হৃদয় নাড়িয়ে একজন প্রিয়তমা আসলো ঘরে। কয়েকদিন কেটে গেলো। তেমন কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না এখনো। দুজনই স্বাভাবিক। ভালোবাসাটা এখনো জমে ওঠেনি দুটি মনে! কিন্তু হঠাৎ একদিন রাতে লোকটা স্বপ্ন দেখলেন! ভয়ানক এক স্বপ্ন! স্ত্রী যেন কার সাথে চলে যাচ্ছেন তাকে ছেড়ে।

Scanned by CamScanner

ঘুমের মধ্যেই কেঁদে উঠলেন হুহু করে। লাফ দিয়ে জেগে উঠে বুকে হাত দিয়ে ইন্নালিল্লাহ পড়লেন কয়েকবার। পাশ ফিরে তাকালেন ঘুমন্ত মায়াবতীর দিকে! চোখ দিয়ে টুপটুপ করে পানি গড়িয়ে পড়লো তার।

দ্রুত বিছানা ছেড়ে অজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। খোদার কাছে প্রাণ ভরে কাকুতি, মিনতি করলেন। কখনো যেন এমন না হয়। জায়নামাজেই কাটালেন বাকি রাত।

সকালে একান্তে স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন সেই ভয়ানক স্বপ্নের কথা। স্ত্রী হাত ধরে বললেন, তুমি কি আমায় বিশ্বাস করতে পারছো না?

স্বামী দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, না-না, তোমাকে অনেক বিশ্বাস করি, তবে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। স্ত্রী অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কেন বলো তো!

স্বামী বললেন, তোমাকে হারানোর ভয়!

কথা দাও! আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে নাতো?

স্ত্রী তার হাতের উপর হাত রেখে স্বলাজ কণ্ঠে বললেন, মৃত্যু ছাড়া আমাকে কখনো হারাবে না, কথা দিলাম!

কখনো কষ্টও পাবে না আমার থেকে ইনশাআল্লাহ!

তবে একটা শর্ত আছে! মুখ টিপে হেসে স্ত্রী বললেন।

স্বামী কেমন ভয় ভয় চোখে বললেন, সেটা আবার কী!

স্ত্রী কেমন আহ্লাদী কণ্ঠে বললেন, আমাকে অনেক বেশী ভালোবাসতে হবে! ভালোবাসা ছাড়া যদি একমুহূর্ত থাকা হয়, তাহলে দেখ তোমার কী অবস্থা করি!

এই কথা শোনার পর স্বামীর মনে হলো, যেন আল্লাহ নিজ হাতে তাকে দিয়েছেন ভালোবাসার এই নেয়ামত! অনবরত সেই দোয়ার ফসল, এক টুকরো জান্নাত!

Scanned by CamScanner

# হ্যাপি এনিভার্সারি

রাতের খাবারের পর স্টাডি রুমে এসে স্বামির পাশ ঘেঁসে দাঁড়ালেন স্ত্রী। মনিটরে চোখ রেখেই স্বামী জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার! ঘুমোতে যাওনি এখনো? তুমি যাও। আমি আসছি একটু পর। স্ত্রী খুব আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলেন, চা খাবে ? চা করে দেই একটু? স্বামী হাত-পা একটু টান টান করে বললেন, কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে, দিতে পারো। স্ত্রী দ্রুত পায়ে কিচেন রুমে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ডানহাতে চা আর অপর হাতটা পিছনে লুকিয়ে রেখে স্বামীর সামনে এসে চায়ের কাপটা এগিয়ে ধরলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে ভ্রু নাচিয়ে স্বামী জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কী! কেমন মোড়ামোড়ি করছো, কিছু বলবে মনে হচ্ছে? মতোলব তো ভালো দেখছিনা।

হুম মতোলব তো ভালোই না, বলেই একটা সুদৃশ্য গিফটের প্যাকেট স্বামীর কোলের উপর রাখলেন। স্বামী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন , এটা আবার কী!! স্ত্রী মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন , গিফট! হ্যাপি এন্যিভার্সারি!!

স্বামী কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন ! অবাক চোখে বললেন, ওরে আল্লাহ! আজকে বিবাহ বার্ষিকী নাকি ? আমি তো জানিই না। কিন্তু এসব বার্ষিকী টার্শিকি পালন ...

কথা শেষ না হতেই স্ত্রী মুখ বাকিয়ে বললেন, ইশ! হয়েছে হয়েছে! এখন এতো সাধু সাজতে হবে না! তুমি যে গতবার ভালোবাসা দিবসে কী প্রেজেন্টেশনটা করেই না আমাকে একটা নাকফুল গিফট করেছিলে! আমিও তো দিবসের আপত্তি করেছিলাম। তখন তুমি কী বলেছিলে হুম? বলেছিলে, কীসের দিবস টিবস! তোমাকে ভালোবাসতে আবার দিবস

Scanned by CamScanner

লাগে নাকি আমার? তোমাকে ভালোবাসি প্রতি মুহূর্তে। যখন যা দিতে ইচ্ছা করবে তখনই তা দিবো। দিবস টিবস ওসব কিছু না। আমিও ওরকম! তোমাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে হলো তাই দিলাম! দিবসের কোনো কথা নেই, বলেই হিহি করে হেসে দিলেন স্ত্রী!

তারপর মুখ বাকিয়ে আবার বললেন, তবে জনাব! ভালোবাসা দিবসের চে বিবাহ বার্ষিকী কিন্তু ওতোটা আপত্তি-কর নয় হুম!

স্বামীও মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, ওরে বাপরে! কী যুক্তি!!

আচ্ছা ম্যডাম ঠিকাছে! আমাদের কাছে কোনো দিবস টিবস নেই। আমরা একে অপরকে ভালোবেসেই গিফট করি সব সময় ঠিকাছে?

এবার দেখিতো আমার মহারানী আমাকে কী গিফট করেছে! আমার তো আর তর সইছে না!

স্বামী প্যাকেটটা খুলেই দেখতে পেলেন ধবধবে একটা সাদা পাগড়ির কাপড়। বেচারার তো খুশিতে আটখানা অবস্থা!

স্ত্রী আমতা আমতা করে বললেন, তুমি অনেক দিন ধরে একটা পাগড়ি কিনবে কিনবে করে কিনছোই না, তাই আমি কিনে ফেললাম। আমার কাছে না বেশী টাকা ছিলো না, এটার দামটা একটু কম। তুমি আবার কিছু মনে করো না প্লিজ! স্বামী চোখে ভালোবাসার পরশ ছড়িয়ে মৃদু স্বরে বললেন, তোমার ভালোবাসাটা তো আর কম দামী না!

আমার জীবনে এটার মূল্যই সবচে বেশী।

কাল থেকে নিয়মিত পরবো এই পাগড়িটা।

তবে তুমি কিন্তু পরিয়ে দিবে সব সময় কেমন!

স্ত্রী লজ্জামাখা হাসি দিয়ে বললেন, উঁহ শখ কতো!

Scanned by CamScanner

# ফিদ্দুনিয়া হাসানাহ

এক ঘনিষ্ঠ বড়ভাই দাওয়াত দিয়েছিলেন তার বাড়িতে। ছোটখাটো একটি পর্যটন এলাকা। এসবের লোভ সামলানো যায় না। রওয়ানা করে যেতে যেতে আসর ঠেকে গেলো। প্লান করলাম আসরের নামাজ পড়েই ঘুরতে বের হবো। কিন্তু নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়ই হঠাৎ চোখে পরলো, কাতারের দক্ষিণ দিকে তিরশোর্ধ এক যুবক মোনাজাতে আওয়াজ করে খুব কান্নাকাটি করছে। এই সময় মোনাজাতে এভাবে কান্না করাটা তেমন স্বাভাবিক ঠেকলো না।

মোনাজাতে তার বলা একটা বাক্য অনেকটা অস্পষ্টভাবে এরকম শোনা যাচ্ছিল যে, আল্লাহ কেন আমি এমন করলাম! ওকে কেন নিয়ে গেলে আমার কাছ থেকে! ভাবছিলাম বের হলে লোকটার সাথে কথা বলবো। কিন্তু ইতস্তত লাগছিলো।

কৌতহলটা আর দমাতে পারছিলাম না। আমার সেই বড় ভাইয়ের কাছে তুললাম ব্যাপারটা। তিনি ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, উনি এই এলাকারই। বেচারা মানসিকভাবে তেমন একটা ভালো নেই। মসজিদে এসে এরকম করে প্রায়ই কাঁদে। বায়না ধরলাম, পুরো ঘটনা বলতেই হবে। তিনি শুরু করলেন। সে এক প্রেমময়ী, পুণ্যবতী নারীর ভালোবাসার উপাখ্যান। মেয়েটি কলেজ পড়ুয়া ছিল।

দ্বীন-ধার্মিকতা খুব বেশি ছিল না কিন্তু অন্য সব মেয়েদের মতো অশালীন, পর্দাহীন চলাফেরা, ফেসবুক, চ্যাট, ইন্টারনেট এসবের মধ্যেও লিপ্ত ছিল না। কলেজ জীবনে তো দেখেছে অন্যদের এসবের পরিণাম। তাই দূরে থাকতো এসব থেকে। মেয়েটার স্বামী-সংসার নিয়ে খুব সুন্দর একটি স্বপ্ন ছিল। স্বামীর প্রতি

Scanned by CamScanner

ভালোবাসার প্রকাশটা ছিল তার অসাধারণ!

ভালোবাসার মানুষ তো একজনই হয়। পর পুরুষের কথা ওর কল্পনাতেও আসত না কখনো। স্বপ্ন ছিল সবসময় স্বামীর সাথে মিলে একে অপরকে এবাদত-বন্দেগীতে সাহায্য করে জান্নাতে একসাথে সঙ্গী হওয়ার। কিন্তু মেয়েটির যেন দুর্ভাগ্য। স্বামীটি ধর্মে-কর্মে মোটেই আগ্রহী ছিল না। মেয়েটি তাকে প্রত্যেক নামাজের সময় আদর সোহাগ করে নামাজের কথা বলতো। পাঞ্জাবির বোতাম লাগিয়ে দিয়ে নামাজের জন্য প্রস্তুত করে দিত।

শীতের মৌসুমে ফজরের সময় অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে চোখে মুখে হালকা পানির ছিটা দিয়ে বাচ্চাদের মতো আদর করে ঘুম থেকে জাগাত। আর বলতো নামাজ পড়ে এসো সারপ্রাইজ আছে তোমার জন্য! মেয়েটি আগেভাগেই নামাজ সেরে কম্বল পেঁচিয়ে শুয়ে থাকত, যেন বিছানায় উষ্ণতা আসে। নামাজ পড়ে স্বামী ঘরে ফিরলেই বলতো, ঢুকে পড়ো ভিতরে, বিছানা কম্বল কেমন গরম হয়ে আছে দেখো!

কিন্তু এরকম করে আর তাকে বেশি দিন চালানো যায়নি। দিন দিন যত নামাজের কথা বলতো, লোকটা ততো বিরক্তই হতো। ফজরের সময় মুখে পানি ছিটা দিলে ভয়ানক রেগে উঠতো। এমনকি শীতের সময় মেয়েটি তার জন্য ওযুর পানি গরম করে রাখতো। ডাকাডাকি করতো। কিন্তু সে উঠতোই না। তার বদ রাগটা খুব ভয় পেত মেয়েটা।

তাই কিছুদিন ওকে বিরক্ত করেনি। কিন্তু অনেকদিন পর একবার জাগাতে গেলে ওকে খুব গালাগাল করে, এমনকি একদিন গায়ে হাত পর্যন্ত দিয়ে ফেললো। সেদিনের পর থেকে মেয়েটি কেমন নিরব-নিশ্চুপ হয়ে যায়। এমনিতেই মেয়ে মানুষ। কমল হৃদয়। তার উপরে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ছিল তার অনেক বেশি। তাই দিনের পর দিন এই আঘাতটা

Scanned by CamScanner

নিতে না পেরে সে এক রকম মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সবাইতো একরকম না, কত স্ত্রী আছে তারা স্বামীর গালিগালাজ, মারধর, মানসিক অত্যাচার সহ্য করেও সংসার করে যায় হাজারো কষ্ট নিয়ে। হয়তো এ ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকে না। ভাগ্য তো বিচিত্রময়।

কিন্তু মেয়েটা তা পারল না। কী এক অসুখ বেঁধে একদিন পরপারে পাড়ি জমালো সে। কিন্তু এই লোকটার যেন তাতে কিছুই আসলো গেল না। ক'দিন যেতেই নতুন একটা বিয়ে করে নিল।

কিন্তু পুণ্যবতী স্ত্রী যে তার জন্য কত বড় নেয়ামত ছিল! স্ত্রীর ভালোবাসা যে কতো মূল্যবান ছিল তার জন্য, তা বুঝে আসলো ঘরে নতুন বউ আনার পর। সেই বউ নামাজ-রোজা তো দূরের কথা, তার উচ্ছৃঙ্খলতা, অবাধ্যতা আর প্রতিনিয়ত ঝগড়াঝাঁটির অশান্তিতে বিষিয়ে উঠলো লোকটির জীবন। দিনের পর দিন সংসার জীবনে এমন করুন পরিস্থিতিতেই লোকটার এখন এই অবস্থা। চাইলেই তো আর একটার পর একটা বিয়ে করা যায় না। আগের স্ত্রীর কথা ভেবে ভেবেই এখন দিন পাড় করছে সে।

ভাই বড় দুঃখ নিয়ে বললো, এইতো সেই ফিদ্দুনিয়া হাসানাহ (পুণ্যবতী স্ত্রী) যা পাওয়ার পরেও লোকটা তার মূল্যায়ন করতে না পেরে এখন কেঁদে কেটে মরছে।

Scanned by CamScanner

# কান্নামাখা ভালোবাসা

জীবন-জীবিকার তাগিদে এই প্রথম বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে হাফিজ। দুপুরের দিকেই ফ্লাইট। লাউঞ্জে বসে অপেক্ষা করছিলো। হঠাৎ ওর মোবাইলটা বেজে উঠলো। বের করে দেখলো ওর স্ত্রী কল করেছে। কলটা রিসিভ করতে ওর কষ্ট হচ্ছে খুব। কারণ ফোনটা ধরলেই এখন হাউমাউ করে মেয়েটা আবার কেঁদে ভাসিয়ে ফেলবে সব।

ঘর থেকে বের হওয়ার পর থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত কম হলেও দু'ঘণ্টা পরপর কল করেছে মেয়েটা। যতোবার কথা বলেছে কান্না করা ছাড়া কোনো কথাই বলতে পারেনি। ওর এরকম কান্না শুনলে হাফিজ আর কেমন স্থীর থাকতে পারে না। অনবরত রিং বাঁজছে। হাফিজ ফোন হাতে বিষণ্ন মুখে তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। পাশেই বসা ছিলো এক লোক। ওর থেকে একটু বেশী বয়সি।

নরম কণ্ঠে ওকে জিজ্ঞেস করলো সে, কী হয়েছে ভাই, কোনো গুরুতর সমস্যা হয়েছে নাকি? হাফিজ মৃদু হেসে বললো, না ভাই তেমন কিছু না। বাড়িতে বউটা খুব কান্না করছে। আসলে এই প্রথম দূরে কোথাও যাচ্ছিতো তাই হঠাৎ নার্ভাস হয়ে গেছে খুব। সাময়িক এই দূরত্বটা মানতে পারছে না ও। ভিডিও কলে মাত্রই কথা বলেছিলাম, কেঁদে-কেটে চেহারা লাল করে ফেলেছে। আর শুধু বলছে, তোমাকে ছাড়া থাকবো কিভাবে!

কান্নার দমকে কথাই বলতে পারছিলো না। তাই ওর জন্য খারাপ লাগছে এখন। লোকটা হাফিজের পিঠে আলতো করে হাত বুলিয়ে বললো, ভাই মন খারাপ তো হবেই, কী আর করবেন! মেয়েরা একটু এমনই হয়। ভালোবাসার মানুষের বিরহ তারা সহ্য করতে পারে না। বরং আপনি তো অনেক ভাগ্যবান পুরুষ যে, আপনার বিরহে একটা মেয়ে এভাবে কাঁদছে! যে আপনার স্ত্রী। কতো মানুষ তো এই ভাগ্য চেয়েও পায় না।

Scanned by CamScanner

# বন্ধন

পারিবারিক ভাবেই তাদের বিয়ে। মনের লেনাদেনা ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। বোঝাপড়া, খুনসুটি ভালোই জমে উঠেছে। কিন্তু বিয়ের আয়োজন, ব্যবস্থাপনা, শর্ত-শারায়েত ইত্যাদি কিছু বিষয় নিয়ে দু'পরিবারের লোকজনদের মধ্যে একটু সমস্যা হচ্ছে।

আঘাত করে বাক্যবাণ হচ্ছে একে অপরের প্রতি! বউয়ের পরিবারের কেউ কেউ কোনো তুচ্ছাতিত বিষয়ে স্বামী এবং তার পরিবার সম্পর্কে বউয়ের সামনেই খোঁচা দিয়ে কথা বলছেন। আবার স্বামীর পরিবারেরও কেউ কেউ ছেড়ে কথা বলছেন না বউকে নিয়ে। কিন্তু যাই হচ্ছে, সবই কোনো না কোনো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে!

এসব আজকাল হয় সমাজে। এতো গুরুত্বপূর্ণ একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরী হওয়ার পরেও দু'পরিবারে যেন সাপ নেউলে অবস্থা থাকে অনেক সময়!

এতে করে স্বামী স্ত্রীদের মধ্যেও অনেক বাজে প্রভাব ফেলে! তাদের সম্পর্কের মধ্যে ঘাটতি হতে থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে সেটা আস্তে আস্তে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসে।

কিন্তু একদিন স্বামী একান্তে তার বউকে কমল কণ্ঠে বললেন- দেখো, আমাদের দু'পরিবারে যতো ধরণের সমস্যাই হোক না কেনো, সেটা আমাদের মধ্যে যেনো কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে। আমরা সব সময় এক থাকবো! আমাদের ভালোবাসায় যেনো কোনো আঘাত না আসে!

বউও সেদিন প্রিয়তম স্বামীকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলো, হুম, চিন্তা করো না! আমি সব সময় তোমার পাশে থাকবো। যতোদিন তুমি আমার পাশে থাকো! তাহলে পৃথিবীর কোনো কিছুই আমাদের সম্পর্ককে নষ্ট করতে পারবে না।

Scanned by CamScanner

সেদিনের প্রতিশ্রুতির পর স্বামী একদিন বেড়াতে গেলেন শশুড়বাড়ি! রাতের খাবারের পর ঘুমোতে যাওয়ার সময় পাশের রুম থেকে শুনলেন শাশুড়ী আম্মার কণ্ঠ! কোনো এক বিষয়ে খুব খেদ ঝেড়ে সে বলছেন, 'জামায়ের এমন ভাব! মনে হয় একজন রাজপুত্রের কাছে মাইয়া দিছি! ওদিকে কানা কড়িও নাই বলতে গেলে!'

স্বামী শুনে কষ্ট পেলেন খুব! যে কেউরই তো পাওয়ার কথা! কিন্তু পরক্ষণেই যখন বউর কণ্ঠ শুনলেন, যে তার হয়ে মায়ের সাথে শ্রদ্ধা বজায় রেখে তর্ক করছে এবং তাকে এমন কথাবার্তা না বলার জন্য অনুনয় করছে, তখন স্বামীর সব কষ্টই যেন মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেলো!

কিছুক্ষণ পর বউ রুমে এসে দেখলেন যে, স্বামী ওপাশ করে শুয়ে আছেন। বউ কাছে এসে টানতে চাইলেন নিজের দিকে!

স্বামী হাত ছাড়িয়ে গোমরা মুখে বললেন, আমার তো টাকা-পয়সা নেই। আমি তো রাজপুত্র না, তাহলে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছে কেনো তোমাকে! কোনো রাজপুত্রের সাথে বিয়ে দিতো?

এ কথা শুনে বউ মুখ টিপে হেসে বললেন,

ওরে আমার মহারাজ! কতো রাগ করেছে দেখো! আরে তুমি রাজপুত্র হতে যাবে কেনো! তুমি তো আমার একমাত্র রাজা! রাজপুত্র তো হবে আমাদের সন্তান। তুমি কারো কোনো কথায় কান দিয়ো না তো! তুমিই আমার সব। এই কথার পর কোন মানুষের অভিমান জমে থাকবে আর?

এইযে স্বামীর মানসিক কষ্টের সময় স্ত্রী কতো সুকৌশলে তার সঙ্গ দিলেন!

ঠিক এভাবেই তারা দু'জন-দু'জনার পাশে থাকেন। সংসারে বউয়ের উপরের যতো ঝড় ঝাপটায় স্বামী থাকেন তার ঢাল হয়ে। কিছু কিছু স্বামীদের মতো সবার সাথে তাল মিলিয়ে

Scanned by CamScanner

তাকে একা ছাড়েন না! তার চোখের জলের যেন বাঁধ হয়ে থাকেন তিনি!

এরকমভাবে বউও অন্য কিছু কিছু স্ত্রীদের মতো তাদের মা, বাপ, আত্মীয় স্বজনদের সাথে তাল মিলিয়ে স্বামীকে অপমান করে না! খোঁটা দিয়ে কথা বলে না।

বরঞ্চ তারা দুজনই দুজনের পরিবারের প্রতি অনেক শ্রদ্ধাশীল থাকেন! এবং সবসময় দু'পরিবারের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকেন!

এইযে আপন হওয়ার, আপনকে আরও আপন করার প্রয়াস!

এটা সবাই পারে না, করে না।

প্রেমময়ী, বুদ্ধিমতী স্ত্রীদের মানসিকতা এমন থাকে। ভালোবাসাই যেন তাদের মূল লক্ষ্য থাকে!

আর বুদ্ধিমান, প্রেমিক স্বামী এই ভালোবাসাকে আরও তরান্বিত করেন।

## ভালোবাসার ছুঁতো

স্ত্রী তার স্বামীর একনিষ্ঠ প্রধান এবং প্রথম পাঠক। স্বামীর কোনো লেখা কোথাও ছাপার আগে তার পড়া চাই-ই চাই!

তবে ভুলক্রমে একদিন ঘটে গেল তার উল্টোটা।

ব্যাস! শুর হয়ে গেল মান অভিমানের পালা।

- আপনার ঐ লেখাটা আমায় আগে দেখালেন না কেন?

- ইশশশ! দিনদিন বড্ড বেখেয়ালি হয়ে যাচ্ছি বলতো!!

- বারে! বিবিটাও যে দিনদিন পুরানা হয়ে যাচ্ছে তাই তো!

- ইন্নালিল্লাহ! আরেহ পাগলী, ও ভাবে বলো না! এ জীবন জুড়ে চিরকাল শুধুই তুমি।

- আর আমি যে দিনমান একজনের জন্যেই বে-কারার, সে

Scanned by CamScanner

খবর আপনার আছে বুঝি!

- হুমম, সে তো আমার চরম ভাগ্য, পরম পাওয়া!

খুব রেগে আছো আমার উপর তাই না?

- আহারে! তাতে আপনার কিছু বয়েই যায় বুঝি! ঢং!

স্বামী হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে ব্যাথায় কুঁকিয়ে উঠলেন।

স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- এই কী হলো আপনার!

স্বামী বললেন- তুমি সব সময় আমাকে ওভাবে আঘাত দিয়ে কথা বলো। তাতে আমার বুকে ব্যাথা হয় অনেক।

স্ত্রী কাতর চোখে তাকিয়ে বললেন- হায় আল্লাহ! সত্যি? ঠিকাছে এভাবে আর বলবো না। মাফ করে দিন।

স্বামী দু'হাত বাড়িয়ে বাদশাহী ডায়লগ দিয়ে বললেন- এই যে বেগম সাহেবা! আপনার জায়গা তো পায়ে না এই বুকে...

বলতে না বলতেই বিবি সাহেবা ঝুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রিয়তম স্বামীর বুকে।

স্বামী এবার হোহো করে হেসে উঠলেন। স্ত্রী ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে বালিকার মতো মুখ বাকিয়ে বললেন- আচ্ছা! আমি বুঝেছি, এমন ব্যাথার ছুঁতো ধরার মানে কী হলো!

- স্বামী মুখ টিপে হেসে বললেন, ইশ! নিজের যে বুকে ঝাঁপানোর ছুতো ছিলো সেটা বলেন না কেনো?

প্রিয়তমর বুকে নিজেকে আরেকটু জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের কোনে দুষ্টমিষ্টি হাসি নিয়ে বিবি সাহেবা বললেন, উঁহু, হলোই বা, তাতে কী!

তবুও তো পারলাম, পরম নির্ভরতার জায়গায় একটু মুখ লুকোতে!

Scanned by CamScanner

# লাভলি ওয়াইফ

স্বামী অনেক ব্যস্ত মানুষ! প্রচুর কাজ! ভাত খাওয়ার সময়টুকুও যেনো সে পায় না!

বাসায় এলে ঐ কিতাব ঘরে আলমিরার সামনেই পড়ে থাকতে হয়! কতো যে পড়া তার! ব্যাক্তিগত গবেষণা, পড়া-শোনা! আবার আগামীকালের দরস প্রদানের জন্য মুতালায়া! (স্টাডি)

এদিকে সময় হলেই বউ ভাত খেতে ডাকে, অতপর সে ডাকতেই থাকে!

আর স্বামী সেখান থেকেই হাঁক ছেড়ে বলতে থাকেন -

এই তো আসছি! এই তো আসছি!

কিন্তু তার আর আসা হয় না!

শেষমেশ বউ বিরক্ত হয়ে প্লেটে করে খাবার নিয়ে এসে স্বামীর পাশে বসে কটমট করে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ!

তার যেন ওদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই !

তারপর বউ বিরক্ত হয়ে ভাত মেখে তার মুখের সামনে নিয়ে বললেন, ধুত্তুরি! হা করো তো, হা করো! সেও কিতাবের দিকে আড় চোখ রেখেই মুখ ঘুরিয়ে হা করেন!

তারপর গপাগপ খেতে থাকেন কিছুক্ষণ! কখন যে প্লেট খালি হলো বুঝতেই পারলেন না! বউ খালি প্লেট নিয়ে উঠে যাওয়ার সময় খপ করে তার আঁচলটা টেনে ফসফস করে মুখটা মুছে আবার পাঠে মন দেন! বউ বিরক্তমাখা ভেংচি কেটে হনহন করে চলে যান ওপাশের রুমে। আর যেতে যেতে বলে যান, এরকম করে আর খেতে ডাকতে পারবো না সবসময় ! আর না আমি খাইয়ে দিচ্ছি! কিন্তু কোথায় সেই হুমকি ধামকি! আর কোথায় তার চোখরাঙ্গানী!

Scanned by CamScanner

পরেরবার ঠিকই আবার ডাকেন! বারবার ডাকেন!

না আসলে খাইয়ে দিয়ে যান!

আগের হুমকি ধামকির কথা আর মনে থাকে না।

মনে থাকলেও সেরকম কিছু করতে ইচ্ছা করে না! মনের ভেতরটা যেন শুধু বলে, ডাকতে ভালোই লাগে! প্রিয়তমকে খাইয়ে দিতেই যেন স্বর্গীয় সুখ!

প্রেমময়ীরা কি অনেকটা এমনই হয়!

জীবন সঙ্গিকে ভালোবাসা ছাড়া থাকতে পারে না!

প্রিয়তমকে ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না!

## সিনেম্যাটিক ভালোবাসা

শক্ত কিছু আলামত দেখে নবদম্পতিই মনে হলো তাদেরকে। লঞ্চে কেবিন না পেয়ে সোফায় উঠেছে। কিন্তু ঝামেলা বাঁধলো শোবার সময়। একটা সোফাতে তো একজনই শোয়া যায়। বাধ্য হয়ে দুটি সোফা নিয়ে দু'জন শুয়ে পড়লো দুটিতে। মেয়েটি যে তার স্বামীর কাছ ছাড়তে চাইছিলো না তা তার বিভিন্ন কসরত দেখেই বোঝা গেলো।

তখন মধ্যরাত। হঠাৎ একটি মেয়েলি চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেলো সবার। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। দেখলাম সেই মেয়েটি দৌঁড়ে গিয়ে তার স্বামীর বুকে ঝাপিয়ে পড়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে।

মধ্যরাতে আকস্মিক এমন কাণ্ডে আশপাশের সব যাত্রী হতভম্ব হয়ে গেলো। মেয়েটির পেছনের সোফাটায় ছিলো বয়স্ক একজন ভদ্রলোক। লোকটি কেমন ভীতু ভীতু গলায় একটা শার্ট উচিয়ে আশপাশের সবাইকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, এই শার্টটা ওর সোফার উপর ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, ওর গায়ে পড়ে যাবার কারণে হয়তো ঘুমের

Scanned by CamScanner

মধ্যে ভয় পেয়েছে।

সরি মা সরি! ভয় পেয়ো না!

কিন্তু সামান্য এ কারণে যে কেউ এভাবে কাঁদে না তা ঐ বুড়োকে কে বোঝাবে? উপস্থিত লোকজন যা বোঝার হয়তো বুঝে নিয়েছেন। শুধু চাক্ষুস প্রমাণ নেই বলে কেউ কিছু বলতে পারলেন না। সবাই যার যার মতো করে আবার শুয়ে পড়লেন।

এদিকে মেয়েটি সেই একই ভাবে স্বামীর বুকে মুখ গুজে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেই চলছে। আর স্বামী শুধু মাথায় হাত বুলিয়ে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে, কী হয়েছে বলো? কিন্তু সে কেঁদেই যাচ্ছে সমান তালে। সকালে যখন সবাই আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে তখন ছেলেটি আবার জিজ্ঞেস করলো। মেয়েটি তখন বললো, আর বলো না! ঐ বুড়ো একটা বজ্জাত, আমার ওড়না ধরে টান দিয়েছিলো। আমি সত্যি টের পেয়েছিলাম। ছেলেটি বললো, ও...তা এই কারণে কেউ এভাবে কাঁদে?

মেয়েটি অভিমানের স্বরে বললো, কী করবো তাহলে? কাল রাতে ঘুমানোর সময়ই তোমাকে ছাড়া ঘুমাতে অনেক ভয় পাচ্ছিলাম।

উপরোল্লিখিত ঘটনাটি স্বাভাবিক। এমন হতেই পারে। কিন্তু আমার সফর সঙ্গী ঘটনাটিকে স্বাভাবিক রাখেন নি। জটিল বানিয়ে আমার ভাবনার পরিধি বাড়িয়ে দিলেন।

সে বললো- সকাল পর্যন্ত আমি তাদের যেই দৃশ্য দেখেছি তা আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি।

আমি অবাক চোখে তাকালাম।

সে বললো, ভাই! কাল রাতের ঘটনার পর থেকে আজ সকাল পর্যন্ত মেয়েটি তার স্বামীর কাছেই ছিলো। শুধু ছিলো না। সে যে কী দৃশ্য !!

Scanned by CamScanner

আমি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালাম। সে আগ্রহভরে কথাগুলো বলতে লাগলো,

মেয়েটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার স্বামীর বুকে মাথা গুঁজে বসে ছিলো। এমনভাবে যেন সে হারিয়ে যাচ্ছে তার থেকে। তারপর কিছুক্ষণ কোলে মাথা রেখে। কখনো এ কাঁধে তো একটু পর ও কাঁধে।

কিছুক্ষণ এ উরুতে তো কতক্ষণ অন্য উরুতে। এমন করেই মেয়েটি রাতটা কাটালো। আর ছেলেটি শুধু ওকে আগলে রেখে বসে ছিলো সারারাত।

আর আমার সফর সঙ্গীর বিস্ময়ের কারণটা এখানেই! সে বললো, আরে ভাই, এসব রোমান্টিক দৃশ্য তো টিভি-সিনেমায় দেখা যায়।

এমন যে বাস্তবেও হয় তা এই প্রথম দেখলাম। দুটিতে ভয়াবহ রকমের ভালোবাসা রয়েছে এটাই তার দৃঢ় বিশ্বাস। বিশেষ করে মেয়েটির। কারণ বাস্তবতার দিকে খেয়াল করলে এই ঘটনার পরের দৃশ্য গুলো এমন হতো।

যেমন-মেয়েটি চিৎকার দিয়ে দৌড়ে এসে স্বামীর কাছে এসে বসে কাঁদতো। কিংবা ঐ বুড়োর কথা সবাইকে বলে দিয়ে একটা শোড়গোল পাকিয়ে ফেলতো। অথবা কিছুক্ষণ তার কাছে থেকে স্বাভাবিক হয়ে আবার নিজের সোফায় গিয়ে শুয়ে থাকতো।

আমরা রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে অনেক কিছুই দেখি। স্বাভাবিক অস্বাভাবিক অনেক কিছু। কিন্তু এরকম দৃশ্য কি সচারাচর দেখা যায়?

তার বিশ্বাস— প্রচণ্ড আবেগঘন ভালোবাসাবাসি থেকেই এমন দৃশ্যের অবতারণা। আর মেয়েটি যে কতোটা আবেগপ্রবণ আর প্রেমময়ী তা এই দৃশ্য থেকে অনেকটা স্পষ্ট।

Scanned by CamScanner

তবে ঠিক এমন দৃশ্য না ঘটলেই যেকোনো মেয়েকে প্রেমময়ী বলা যাবে না তা কিন্তু নয় অবশ্যই। এটা শুধু একজনের উপলব্ধি মাত্র।

আর এদিকে আমার সফর সঙ্গী এসব বলতে বলতে তার চেহারায় স্পষ্ট ফুটে উঠছিলো যে, এমন একজন প্রেমময়ীর শূন্যতা কী গভীর ভাবে তিনি অনুভব করছিলেন।

## অদৃশ্য মায়া!

আমি এক মেয়ের কথা জানি যার স্বামী দূরে কোথাও চাকরি করতো। মেয়েটি তার কোনো এক বড় আপুর কাছে নিজের স্বামীর ব্যাপারে এরকম অভিযোগ করেছিলো (তার ভাষায়)—

আমার স্বামী যখন কাছে থাকে তখন অনেক ভালোবাসে। কিন্তু কাজের জায়গায় গেলে আমার কথা হয়তো তার মনে থাকে না। কারণ তখন সে আমাকে সারাদিনে একবারও কল করে না।

রাত ১১টার পরে ফোন দিলেও ৩/৪ মিনিটের বেশি কথা বলে না। কখনো বলে অফিশিয়ালি কাজ আছে। আবার কখনো বলে ক্লান্ত থাকে। মাঝেমাঝে তো ফোনই দেয় না। আমাদের মাঝে কোনো ঝগড়া হয় না কিন্তু সে মাঝেমধ্যে আমাকে এমন সব কথা বলে যে, আমার অনেক কষ্ট হয় কিন্তু আমি তার কোনো উত্তর দেই না। এমনকি বুঝতেও দেই না যে আমার খারাপ লাগছে।

সে আমাকে সময় দেয় না, ফোন করে না বলে আমি কখনো তাকে কিছু বলিনি। বরং নিজেকে বুঝাই যে তার অনেক কাজের চাপ। আজ তিনদিন যাবত আমি বাড়িতে একা। শাশুড়ি ননদের বাড়ি গেছে। আজ ২ দিন স্বামীর সাথে আমার কোনো কথা হয়নি কোনো কারণ ছাড়াই। হয়তো সে খুব ব্যস্ত। আপু আপনিই বলেন, বউ বাড়িতে একা থাকলে

Scanned by CamScanner

কোনো স্বামী কি চিন্তা না করে থাকতে পারে যে, তার বউ এখন কী করে, কেমন আছে?

আজ অনেক কেঁদেছি। একা আর ভালো লাগে না। খুব ইচ্ছে করছে ওর সাথে একটু কথা বলতে। কিন্তু আমি জানি ফোন দিলেই বলবে- জরুরি কিছু বলবে কি না! অনেক ব্যস্ত আছি, পরে কথা বলবো। তাই আমিও ফোন দেইনি। এমনিতে আমি অনেক সুখে আছি।

কিন্তু এই কষ্টেরচে' বড় কষ্ট আর কী আছে? তার কাছে কাজটাই সব। শুধু প্রমোশন আর টাকার চিন্তা। আমি জানি সব আমার জন্যই করছে কিন্তু আমাকে এরকম কষ্টে রেখে সেই টাকা দিয়ে আমি কী করবো!

সে কষ্ট পাবে ভেবে আমি তার কাছে কখনো এজন্য কোনো কৈফিয়তও চাইনি। আর এ কথা কল্পনা করতেও আমার আত্মা কেঁপে ওঠে যে, সে কোনো অবৈধ সম্পর্কে জড়ায়নি তো!!

মাঝেমধ্যে মন বলে, এভাবে একসাথে থাকা সম্ভব না। কিন্তু এটা মনে আসার সাথে সাথেই যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

অদৃশ্য কোনো মায়ায় যেন আটকা পড়ে যাই! তাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা কল্পনাতেও আনতে পারি না!

আপু একটু দয়া করে বলেন আমি এখন কী করবো?

**উপসংহার :**

ঘটনা শোনার পর মেয়েটিকে তার সেই আপু কী বলেছিলো তা আমি জানি না কিন্তু এই ঘটনা বড়ই করুণ! দুঃখজনক!

দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন ধরনের কেইস স্টাডি করার সুযোগ হয়েছে আমার কোনো একভাবে। আফসোসের বিষয় এটাই যে, অধিকাংশই দাম্পত্য সমস্যা এই সামান্য আবেগীয় চাহিদা নিয়ে। অনেক স্বামী আছে এমন, যারা ভাবে যে, তার স্ত্রীর অতিরিক্ত চাহিদা! কিন্তু চাহিদাটা যে আসলে কী রকম, তা খেয়াল করে দেখে না। এই মেয়েটি তার স্বামীর কাছে না

Scanned by CamScanner

করেছে লাখো টাকার বায়না, আর না করেছে অযৌক্তিক শারীরিক চাহিদা!

কথার মধ্যে তার স্পট স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, সে সুখে আছে। এরপরও তার কীসের অভিযোগ! কীসের এতো হাহাকার আর বিষণ্নতা!

একটু আবেগীয় আবদার পূরণের জন্যই তো!

অনেক পুরুষ মনে করে আমি তো তার হক আদায় করি, তার ভরণ পোষণ সহ সব কর্তব্যই পালন করি, তাহলে এরপরও আর কী অভিযোগ থাকতে পারে? এখানেই আসলে কথা! কর্তব্য এক জিনিস আর ভালোবাসা আরেক জগত! কর্তব্য পালন করলে তাকে কর্তব্যপরায়ণ বলা যাবে

কিন্তু প্রেমিক স্বামী বলা যাবে না। স্ত্রীরা চায় তার সঙ্গি একজন প্রেমিক পুরুষ হোক! তার আবেগ-অনুভূতির অংশিদার হোক। মেয়েরা যাকে বলে-আমার মনের মানুষ! আমার ভালোবাসার পুরুষ। যেই মেয়ে আপনার ভালোবাসার জালে, মায়ার বাঁধনে আটকা পড়ে যায়, আপনাকে ছেড়ে যেতে পারে না। আপনিই হয়ে আছেন যার পৃথিবী! সে দুনিয়ার আর কী চাইতে পারে!

সে শুধু চায় আপনি দূরে গেলে তার একটু খোঁজ নিবেন। প্রেমময় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করবেন, কী করছো! তার জন্য যে আপনি চিন্তা করছেন সেটা মুখ দিয়ে বলবেন! তাকে ছাড়া যে আপনি ভালো নেই সেটা বুঝিয়ে দিবেন। একটু আদর করে তাকে পছন্দের নামে সম্বোধন করবেন! সে আপনার ডাকে আদুরে কণ্ঠে 'হুঁ' করে সাড়া দেবে। সেই

'হুঁ' শোনার জন্য আপনি তাকে আরও ডাক দিবেন। ভালোবাসায় তার হৃদয়টা ভরে উঠবে। প্রেমময়ী স্ত্রীরা এমনই! তারা তাদের সঙ্গিকে ভালোবাসা দিতে যতোটা উৎসুক তারচে বেশি ভালোবাসা পেতে তারা ব্যাকুল আরও উৎসুক। স্বামীর থেকে বেশী ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ব্যাকুল, অস্থির নারীকেই আমি বেশী প্রেমময়ী ভাবতে পছন্দ করবো।

Scanned by CamScanner

আর পুরুষের জন্য এমন স্ত্রী পাওয়া তো জান্নাত পাওয়ার সমতুল্যই বলা যায়। নারীর মনটা এভাবেই তৈরী! সে সবকিছু মুখে বলবে না। বলতে চায় না কিংবা পারে না। ভালোবাসার আলাদা ভাষা থাকে। প্রেমিক পুরুষদের সেসব জানা থাকে। নারী এমনই! সে চায় আপনি কারণে, অকারণে, সময়ে, অসময়ে তাকে ভালোবাসবেন।

সে সবসময় অপেক্ষায় থাকে যে আপনি নিজ থেকেই তার প্রতি মায়া-আবেগ প্রকাশ করবেন। স্বাভাবিক অবস্থায়ও তার রূপের প্রশংসা করবেন। হুটহাট করে তাকে দেখেই বলবেন, তোমাকে না সেই লাগছে! তার ছোট ছোট কাজেও বাহবা দিয়ে বলবেন, তোমার মতো এমন গুণবতী আমার ভাগ্যে জুটলো কেমন করে! একান্তে জড়িয়ে ধরে বলবেন, তুমি আমার রানী।

খোদা প্রদত্ত মূল্যবান নেয়ামত! এতটুকু একেকটা ছোট ছোট বাক্য তার হৃদয়ে প্রেমের ঝড় তুলে দেবে। স্বামীকে ভালোবাসতে সে হবে আরও মরিয়া। তার ব্যাপারে আপনার ছুড়ে দেওয়া ছোট ছোট একেকটা প্রশংসার বুলি শুনে তার নারী মনে যেই অনুভূতি সৃষ্টি হবে, আপনার একেকটা প্রেমপূর্ণ শব্দ তাকে যেভাবে প্রভাবিত করবে তা পরিপূর্ণ বুঝতে হলে হয়তো পুরুষকে আরেকবার নারী হয়ে জন্মাতে হবে!

এইতো! ছোটখাটো আবেগীয়, আদুরে, প্রেমপূর্ণ আচরণ! ধরে ধরে বললে এরকম আরও অনেক বলা যায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যার মধ্যে প্রেম আছে, মায়া আছে। আছে হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসার মতো একটি মন; তার কোনো টিপসের দরকার হয় না। তাকে শেখাতে হয় না যে বউকে এরকম করে ভালোবাসো!

সে ভালোবাসে নিত্যনতুন পদ্ধতিতে। তার ভালোবাসা থাকে প্রথম বসন্তের মতো প্রাণোচ্ছল, তরতাজা। তার ভালোবাসা কখনো ফিকে হয়ে যায় না। এক জীবন সে

Scanned by CamScanner

ভালোবেসেই কাটিয়ে দিতে পারে!

মোট কথা হলো, এসব আবেগ তাড়িত বিষয়। এসবে কোনো যুক্তি চলে না। বাস্তবতার ভয় দেখিয়ে এসব দমিয়ে রাখা যায় কিন্তু নিঃশেষ করে দেয়া যায় না।

আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলে এর কোনো বিকল্প সমাধান নেই! বস্তুত প্রেমময়ী স্ত্রী পাওয়া যে কতো ভাগ্যের কথা! তা সেসব পুরুষরা জানলে তবেই করতো এর যথাযথ মূল্যায়ন!

## সহযোদ্ধা

সেবার বাংলার আনাচে-কানাচে থেকে শতশত মুমিন-মুসলমান দ্বীনি আহবানে জড়ো হয়েছিলো রাজধানী ঢাকায়। দিনব্যাপী বক্তৃতা মিছিল মিটিং শেষে ক্লান্ত শ্রান্ত অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছিল। আমরা কয়েকজন বসেছিলাম পার্কের বড় একটি গাছের নিচে।

কিছুক্ষণ পর আমাদের সাথে একজন অপরিচিত লোকও এসে বসলেন। মাথায় পাগড়ি বাধা সুঠামদেহী মুজাহিদের মতো দেখতে এক যুবক। খাওয়া-দাওয়াসহ বিভিন্ন আলাপচারিতায় জানা হলো, গ্রাম থেকে এসেছেন। এক মাদ্রাসায় খেদমতে আছেন। আমাদের সাথে থাকা অবস্থায় বাড়িতে তিন-চারবার কথা বলেছিলেন ফোনে।

আমি তার বেশ কাছে থাকাতে ফোনের ওপাশ থেকে মৃদু কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। আর এই ভাই বাচ্চাদের মতো কেমন বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করছিলেন ওপাশের মানুষকে। ফোন রাখার পর তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিতেই তিনি খুব সহজেই বলে ফেললেন, বাড়িতে বউ কান্না করছে। এখানে খোঁজ খবর নিচ্ছে, কোথায় আছি, কী খেয়েছি, ঠিক আছি কিনা। কিন্তু ভাই আপনি শুনলে অবাক হবেন যে, ওই কিন্তু আমাকে ঢাকায় পাঠিয়েছে। আমিতো সেই কোন গ্রাম-গঞ্জে ছোটখাটো খেদমত নিয়ে

Scanned by CamScanner

পড়ে থাকি। সেখান থেকে এতদূর আসতে অনেক সময় ভালো লাগে না।

বিভিন্ন সময় বড়দের ডাক আসলে নানা বাহানা খুঁজি কিন্তু ও বলে যে এত মানুষ আল্লাহ রাসুলের সন্তুষ্টির জন্য কষ্ট করে যাচ্ছে তুমি যাবে না কেন? অনেকটা জোর করেই পাঠায় আমাকে। বলে,

"কখনো যদি জিহাদের ডাক আসে তোমাকে হাসিমুখে বিদায় জানাব আমি। কারণ, আমার সর্বপ্রথম ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। তারপর তুমি। দ্বীনের জন্য, আল্লাহর রাসুলের সম্মান রক্ষার জন্য, আল্লাহর বাণী সমুন্নত রাখার জন্য তুমি যেখানেই যাও সেখানে আমি তোমাকে রণসাজে সাজিয়ে দেব। যেখানেই যাও তোমার জন্য আমার দোয়া আর ভালোবাসা থাকবে। মনে করবে আমিও তোমার একজন সহযোদ্ধা। যদি শহীদ হও, জান্নাতে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো আর দুনিয়ায় তোমার ভালোবাসা স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকব।"

কিন্তু ভাই! ওর এমন প্রেরণা পেলে আমার অনেক সময় নিজের থেকেই যেকোনো ডাকে সাড়া দিতে ইচ্ছে করে। এই তো আমার ঘরের পাশেই একজন আছেন যার ভিতরে দ্বীনি চেতনা কাজ করে খুব। যেকোনো আহবানেই সে ঝড়ের বেগে প্রস্তুত হয়ে যান।

কিন্তু তার পরিবারের লোকজন বিশেষ করে তার স্ত্রী কখনোই এ ব্যাপারে তাকে সাপোর্ট করে না। জোর করলে বিভিন্ন কথা শোনায়, পাগলামি করে। কিন্তু সে যেন বন্দিপাখির মতো ছটফট করে। কথাগুলো শোনার পর আমি কেমন বোকার মতো তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে উনি কাঁদছেন কেন!!

তিনি লজ্জামাখা হাসি দিয়ে বললেন, আরে ভাই বোঝেন না! যতই যা হোক, কোনো স্ত্রী কি তার প্রিয়তমর বিচ্ছেদ, অনিশ্চিত জীবন সহ্য করতে পারে? বা মেনে নিতে পারে? মেয়েরা তাদের ভালোবাসার জন্য কাঁদবেই!!

Scanned by CamScanner

# সব সময় ভালোবাসলে কী হয়

প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলাম। একজন বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। এই চিকিৎসায় তার বেশ নাম-ধাম রয়েছে। ছয় বছর বিবাহিত জীবন পার করা এক দম্পতি এখন বসে আছে তার চেম্বারে। তাদের দুজনেরই এটা দ্বিতীয়সংসার। বউয়ের প্রথম বিয়ে একসপ্তাহের মধ্যেই তার মা-বাবা ভেঙে দেন কোনো এক কারণে। আর স্বামীর প্রথম স্ত্রী তার প্রাক্তন প্রেমিকের কাছে চলে যান তাকে ফেলে। (যদিও ওই মহিলা পরে আবার ফেরত আসতে চেয়েছিলো তার কাছে)।

পূর্বের বউ আবার কেন ফেরত আসতে চেয়েছিল এ কারণে বর্তমান এই বউয়ের আশঙ্কা, সত্যি যদি ওই মহিলা কখনো ফিরে আসে?

তারা পরস্পরকে জান-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। এটা ডক্টর চেম্বারেই টের পেয়েছেন কিছুটা। যাইহোক, ডক্টর প্রথমে স্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানতে চাইলেন। তিনি ধীর গলায় বললেন, আমি বিয়ের আগে কখনো প্রেম করিনি। সব সময় চেয়েছি বিয়ের পর স্বামীর সাথে চুটিয়ে প্রেম করবো। সব প্রেম জমিয়ে রেখেছি স্বামীর জন্য। কিন্তু স্বামীর থেকে সেই আকাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা আর আদর-সোহাগ সে পাচ্ছে না এটাই তার কড়া অভিযোগ আর অভিমান।

তা তিনি কেমন ভালোবাসা চান তা জানতে চাইলে স্ত্রী বলেন- সব সময় বলবে 'ভালোবাসি'। বলবে সাজো না কেন? শাড়ি পরো না কেন? তার পছন্দের সাজ পোশাক পড়তে বলবে। রূপের প্রশংসা করবে। আদর করে খাইয়ে দিবে। অফিস থেকে ফোন দিবে। আমাকে কাছে পাওয়ার জন্য অস্থির থাকবে। আমাকে কাছে ডাকবে তাকে সময়

Scanned by CamScanner

দেওয়ার জন্য। শুধু রাতে শারীরিক প্রয়োজনে আসবে কেন? তার আগে মিষ্টি মিষ্টি ভালোবাসার কথা বলবে। হঠাৎ করে জড়িয়ে ধরবে। রাস্তায় হাত ধরে হাঁটবে। কোথাও ঘুরতে বের হলে যখন হাত ধরে না তখন খুব রাগ লাগে। দূরে দূরে থাকি তখন। এটা সে বোঝে না। অফিসে যাওয়ার সময় আদর করে যাবে। অনেক সময় কিস করে যায় ঠিকই কিন্তু আমি চাই আরও সামান্য কিছু আবেগঘন কথা বলুক। প্রতি রাতে শারীরিক মিলন না হোক কিন্তু কিছু রোমান্টিক আবেগীয় কথা বলুক। মাঝে মাঝে ফুল এনে চমকে দিক। আমি দূরে থাকলে সে যে আমাকে মিস করবে, কাছে না থাকলে যে অস্থির থাকবে, সেটা আচরণে, কথায় প্রকাশ করুক। আকাঙ্ক্ষার বিবরণ দেয়ার পর সে ডাক্তারকে করুন সুরে বলল, এসব করতে কি টাকা পয়সা লাগে স্যার বলুন!!

এবার ডক্টর স্বামীর কাছে জানতে চইলেন তার অভিমত।

সে বললেন- তাকে কত গয়না-গাটি দিয়েছি! সব সময় যা চায় তাই দেই। টাকা-পয়সা খরচ করি!

স্ত্রী তখন পাল্টা জবাবে বললো, তা ঠিক, কিন্তু আমার জন্য তার কেমন ফিলিংস হয় সেটা বলে না। যদি বলি, আমি না থাকলে তোমার কেমন লাগে বা লাগবে! তার যে কষ্ট হবে তা বলে না, বলতে পারে না।

বিস্তারিত শুনে ডক্টর আবার একান্তে স্বামীকে প্রশ্ন করলেন, এবার বলুন এই সব কারণে আপনাদের মধ্যে কি ধরনের সমস্যা চলছে? স্বামী বললেন, ঐ সব প্রত্যাশিত আচরণ না পেলে ওর মাথা খারাপ হয়ে যায় । শীতের মধ্যেও বাথরুমে গিয়ে ঝর্ণা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে। বারান্দায় গিয়ে শুয়ে থাকে। ঘর থেকে বের হয়ে যেতে চায়। আমি জোর করলে চিৎকার করতে থাকে। চুল এলোমেলো করে পাগলের মতো করতে থাকে। কথা বন্ধ করে দেয়। খাওয়া-

Scanned by CamScanner

দাওয়া বন্ধ করে দেয়। এভাবে দুই-তিন দিন অভিমান করে থাকে। এ ক'দিন দেখলে মনে হয় যেন ওকে জিনে ধরেছে। অনেকদিন পর ওকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হয়। কিন্তু কয়েকদিন পর আবার সেই একই ঘটনা ঘটায়। কেমন মানসিক রোগীর মতো মনে হয় ওকে। এই সমস্যার জন্যই আসলে আপনার কাছে আসা। বিস্তারিত শোনার পর ডক্টর আবার স্ত্রীকে একান্তে জিজ্ঞেস করলেন, ছয় বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পর কতজন স্বামী এত বেশি রোমান্টিক থাকতে পারে, আপনি যেমনটা চাইছেন?

স্ত্রী তখন কাতর কণ্ঠে বললেন, কেন, সব সময় ভালোবাসলে কী হয়? সব সময় আবেগ, রোমান্স থাকাতে কী এমন ক্ষতি?

ডক্টর দুজনের কথাই মন দিয়ে শুনলেন। শেষে শুধু স্বামীকে এটাই বললেন যে, তার তো কোনো মানসিক সমস্যা নেই। তার আবেগীয় চাহিদাগুলো শুধু একটু পূরণ করলেই সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে। আর কিচ্ছু না।

তবে ডক্টর এই কেইস হিস্ট্রি থেকে কয়েকটা ফলাফল বের করে দেখিয়েছেন আমাদের। যেগুলো আমাদের জানা জরুরি।

১. মনোচিকিৎসকদের কাছে শুধু মানসিক রোগীরাই আসে না; ব্যক্তিগত পারিবারিক সমস্যা নিয়েও অনেক মানুষ এসে থাকেন। বরং এদের সংখ্যাই বেশি।

২. উত্তাল, উদ্দাম মাতাল করা প্রেম যে শুধু বিয়ের পূর্বে থাকে তা না, কারও কারও জীবনে বিয়ের পরেও সেই কৈশোরের মতো মাদকতাময় ভালোবাসা জাগ্রত থাকতে পারে। বরং বিয়ের পরবর্তী প্রেমই বেশি নড়াচাড়া দিয়ে থাকে স্ত্রীদের মধ্যে।

৩. ভালোবাসায় শারীরিক চাহিদা যেমন থাকে তার চেয়ে বেশি থাকে আবেগীয়চাহিদা।

Scanned by CamScanner

৪. বিবাহিত ও বাস্তব জীবন আর কাল্পনিক, রোমান্টিক জীবনের পার্থক্য অনেক অবুঝ বালিকার নাও থাকতে পারে। এ কারণে অপর পক্ষের উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করে। নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়।

৫. সংসার টিকে থাকে নির্ভেজাল ভালোবাসার উপর। এই দম্পতির এত ঘটনার পরেও তাদের মূল বন্ধন অটুট রয়েছে কেবল পরস্পরের প্রতি তাদের সত্যিকারের ভালোবাসা রয়েছে বলে।

৬. কেন আরও ভালোবাসো না! কেন আরও কেয়ারিং না!

স্বল্পমাত্রায় এমন চাহিদা থাকলে রোমান্সটা জমে। কিন্তু এ যদি হয় মাত্রাতিরিক্ত, অবাস্তব এবং কল্পনা মিশ্রিত, তবে তা দাম্পত্যে জটিলতা ও তিক্ততা সৃষ্টি করতে পারে।

**উপসংহার :**

আসলে দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো টপিক নেই। থাকতে পারে না। দাম্পত্যের অপর নামই প্রেম-ভালোবাসা। অনেক মানুষ আছেন যারা অতিরিক্ত আবেগ, ন্যাকামো, বেশি লুতুপুতু পছন্দ করেন না। এটা নিয়ে তারা নাক সিটকান বা ট্রল করেন। তবে তাদের এমন মানসিকতাকে দোষেরও বলা যাবে না। এটা একেকজনের মানসিকতার উপর নির্ভর করে। কেননা উল্লিখিত ঘটনায় স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য যেমন ব্যাকুল, অস্থির একজন নারীর পরিচয় আমরা পেয়েছি, ঠিক তেমনই ওরকম একজন স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা, অস্থিরতা প্রকাশ করেন এমন পুরুষের সংখ্যাও একেবারে কম না।

বস্তুত দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীতে যত উঁচু পর্যায়ের রসায়ন-কেমিস্ট্রি যত বেশি পরিমাণে লুতুপুতু, মান-অভিমানের খেলা হবে, দাম্পত্য জীবনটা ততোই মধুময়,

Scanned by CamScanner

সুখময়, হওয়ার কথা। এগুলোকে বাঁকা চোখে দেখার মানে হয় না। হ্যাঁ অতিরিক্ত আবেগ বাস্তবিকভাবেই অযৌক্তিক। কিন্তু এটা আপেক্ষিক একটা ব্যাপার। দাম্পত্যে কোনো এক পক্ষের যদি একটু বেশি আবেগ থাকে তাহলে সেই আবেগকে মূল্যায়ন করতে কী এমন ক্ষতি?

দাম্পত্যে তিক্ততা সৃষ্টি হওয়া, জীবনটা অতিষ্ঠ করে তোলার যে ব্যাপারটা সেটা কখন ঘটে? যখন দু'পক্ষের কোনো একজনের আবেগীয় চাহিদাটা হয় মাত্রাতিরিক্ত, ভালোবাসার আকুলতাটা হয় অবাস্তব এবং কল্পনা মিশ্রিত।

"মাত্রাতিরিক্ত" আর "অবাস্তব কল্পনা মিশ্রিত আবেগ" বিষয় দুটো কিন্তু এক না। মাত্রাতিরিক্ত আবেগ ও চাহিদার কিছু উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে।

যেমন ধরুন, আপনি কড়া ঘুমে নিমজ্জিত। আর পাশেই আপনার স্ত্রীর। তার হয়তো ঘুম আসছে না কোনো কারণে। এ অবস্থায় সে আপনাকে এমন কড়া ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বললো,

"এই শোনো না! আমার ঘুম আসছে না। বাইরে জোছনা পড়েছে। চলো চা খেতে খেতে একটু গল্প করি।"

এটা একটা আবেগীয় চাহিদা। এরকম চাহিদা সব মেয়েরা করে না। তবে কেউ কেউ করতে পারে, এটা খুব স্বাভাবিক। কথা হলো, এরকম চাহিদা যদি সে মাসের দশদিনই করে, তাহলে এটাকে মাত্রাতিরিক্ত বলা যায়। তখনই সম্পর্কে একটা তিক্ততা বা জটিলতা সৃষ্টি হয়।

কিন্তু আমরা জানি যে, এরকম অতিরিক্ত চাহিদা আসলে কেউই করে না। কেউ যদি হঠাৎ একদিন করেও ফেলে এ ধরনের আবদার, তাহলে তার এই স্বল্প আবেগটুকুর একটু মূল্যায়ন কি করা যায় না? বরং এ কারণে তার মনে যে জায়গাটা সে করে নিতে পারবে তা মূল্যবান কোনো বস্তু

Scanned by CamScanner

দিয়েও হয়তো করা যাবে না।

কিছু মানুষ সত্যিই এরকম আছে যে, তার প্রিয়তমা তাকে এরকম আবদার একবার করলেও তার মাথায় রক্ত উঠে যাবে। স্ত্রীকে তখন পাগল, সাইকো, যাতা বলে গালাগাল দিতেও তার বাঁধবে না। সমস্যাটা কিন্তু এধরনের মানুষদের নিয়েই।

তারপর ধরুন, সে আপনার কাছে মাসে একবার ঘুরতে যাওয়ার বায়না ধরলো। আপনার কি মনে হয় যে, এটা কোনো মাত্রাতিরিক্ত চাহিদা? যদি সে মাসের দশদিনই আপনাকে এ আবদার করে বসে, আপনার কাজ, বিজনেস, কর্মক্ষেত্র কিংবা মনের অবস্থা না বুঝেই, তখন এটাকে নিঃসন্দেহে মাত্রাতিরিক্ত বলা যায়। কিন্তু আমরা সবাই জানি, কোনো স্ত্রী যখন-তখন এরকম আবদার করে না।

আমরা আসলে যেসব আবেগকে মাত্রাতিরিক্ত বলি, তা আসলে অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত নয়। সেটা আমাদের ক্রমাগত ভালোবাসাহীন হওয়ার একটি সূক্ষ্ম আলামত। এবার ধরা যাক কল্পনা মিশ্রিত, অবাস্তব ভালোবাসার চাহিদার কথা। এটা তো স্পষ্ট। আপনার কি মনে হয় যে, আপনার স্ত্রী কখনও আপনাকে গদগদ কণ্ঠে এমন করে বলবে,

'ওগো শোনো না, আকাশে কত তারা দেখেছো! কত সুন্দর দেখতে! যেন ছোট ছোট শুভ্র ফুল ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে বিছানায়। একটা ফুল কুড়িয়ে এনে দাও না!'

কিংবা এরকম বললো, তুমি আমাকে ভালোবাসো না! তাহলে প্রতিদিন ঘরকন্নার কাজ তুমি করবে আর আমি শুধু বসে বসে খাব। কিংবা বলল আমার জন্য সাগর পাড়ি দিতে হবে। পাহাড় থেকে লাফ দিতে হবে। পাথরে ফুল ফোটাতে হবে। কোনো স্ত্রী কি তার স্বামীকে জীবনে এ ধরনের আবদার করেছে!! নিঃসন্দেহে না।

বস্তুত আবেগ আর ভালোবাসা দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

Scanned by CamScanner

ভালোবাসা থেকেই আবেগটা আসে। তবে কিছু কিছু আবেগ সাময়িক মোহ অবশ্যই।

কিন্তু এই দুটির সাথে যেন আমরা তালগোল পাকিয়ে ফেলি। ভালোবাসা থেকে যে আবেগটা আসে মৃত্যু পর্যন্ত সেই ভালোবাসা থাকলে আবেগ তখনও প্রকাশ পাবে। আর যে আবেগ সাময়িক মোহ, যা বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে সৃষ্টি হয়, তা পরিবর্তন হতে থাকে এবং খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যায়।

আর তখনই সম্পর্কে অনীহা আসে। উল্লেখিত ঘটনায় ডক্টরের কাছে যে আবেগীয় চাহিদার কথা স্ত্রী উল্লেখ করেছেন, সেখানে একটি বিষয়ও কি মাত্রাতিরিক্ত কিংবা অবাস্তব কল্পনা মিশ্রিত চাহিদা মনে হয়েছে? বিবেকবান কারো কাছে এমন মনে হবে না আশা করছি।

অথচ আমরা এতোটুকু ভালোবাসতেও চাই না।

লক্ষ্য করুন! জগৎশ্রেষ্ঠ মহামানব নবী মোহাম্মদ সা.-এর দাম্পত্য জীবনের প্রতি। ইসলাম প্রতিষ্ঠার শুরুর সময়ে মানসিক, শারীরিক শতো আঘাত সয়ে, ইসলামের প্রধান দাঈ হিসেবে এতো বড়ো দায়িত্ব কাঁধে নিয়েও যিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে প্রিয়তমা স্ত্রীকে কীভাবে ভালোবাসতে হয়!

তাদের ছোট ছোট আবদার, আবেগীয় চাহিদার মূল্যায়ন কীভাবে করতে হয়!

মসজিদে নববীর বাহির চত্তরে একবার হাবশি সৈন্যরা যুদ্ধের অনুশীলন করছিলো। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. বালিকার মতো মুখ করে বায়না ধরলেন; তিনি সেই অনুশীলন দেখবেন। (তখন পর্দার বিধান ছিলো।)

হুজুর সা.তাকে পেছনে আড়াল করে দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর আয়েশা রা. তাঁর কাঁধ থেকে উঁকি দিয়ে মজা করে দেখছিলেন সৈন্যদের মহড়া। তিনি যতক্ষণ না তৃপ্ত হয়েছেন ততোক্ষণ পর্যন্ত হুজুর সা. তাকে নিয়ে সেভাবেই

Scanned by CamScanner

দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটু বিরক্তও হননি।

আপনার কী মনে হয়? আয়েশা রা.-এর এই সামান্যটুকু আবেগীয় আবদার পূরণ করার জন্য এমন মহামানবের কি পর্যাপ্ত সময় ছিলো? হুজুর সা.-এর পুরো দাম্পত্য জীবনে প্রেম-ভালোবাসাপূর্ণ, রোমান্সের এমন উদাহরণ বহুত! যেগুলো প্রয়োগ করে তিনি তা আসলে আমাদের শিখিয়ে গিয়েছেন। প্রেম-ভালোবাসাপূর্ণ দুষ্টমিষ্টি খুনসুটিতে ভরপুর এমন রোমান্টিক দাম্পত্য জীবন আর কোথায় পাওয়া যাবে?

সীরাতের বিভিন্ন কিতাবে এসবের অনেক বর্ণনা রয়েছে। এখানে সবগুলো ধরে ধরে লেখা উদ্দেশ্য না। বলতে চেয়েছি এতটুকুই! ছোট ছোট আবেগীয় আবদার। যা পূরণ করলে কেবল শান্তিই না, হবে ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ!

"উনি আসলে আমাকে বোঝে"— স্বামী হিসেবে আপনার ব্যাপারে এমন স্বীকারোক্তি একজন স্ত্রী কেবল তখনই করবে যখন তার মানসিকতাকে আপনি আন্তরিকতার সাথে মূল্যায়ন করবেন। দাম্পত্য সম্পর্কটা সৃষ্টিই করা হয়েছে প্রেম ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে। নারীকে ভালোবাসতে পারা পুরুষের একটা যোগ্যতা। কাপুরুষরা ভালোবাসতে জানে না।

তবে সর্বোপরি একটা কথা হলো, এখানে যা কিছুই যত সহজে বলা গেল। বাস্তব জীবনটা কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে এর চেয়েও আরও অনেক কঠিন হতে পারে। কারণ প্রতিটি মানুষের আবেগ-অনুভূতি ভালোবাসার গতিপথ ভিন্ন ভিন্ন। সবার দাম্পত্যজীবনের চিত্র একরকম হবে না। ভালোবাসার, আবেগ অনুভূতির প্রকাশ মাধ্যমকে একেকজন একেকভাবে সংজ্ঞায়িত করেন।

সবাই একভাবে ভালোবাসে না। সবার আবেগ এক ভাবে প্রকাশ পায় না। কারোরটা কারোর সাথে মিলবে না।

অন্য কারোর রোমান্স, ভালোবাসার চিত্র দেখে যদি সেটা

Scanned by CamScanner

আপনাকে প্রভাবিত করে ফেলে, তাহলে সেরকম ভালোবাসা আপনি নাও পেতে পারেন। সুতরাং ভালোবাসাটা আমার ঘরে, আমার হৃদয়াঙ্গনে কেমন আসলো, সেটা আবিষ্কার করে সেই ভালোবাসাকে জয় করতে পারলেই সুখের জয়জয়কার!

দম্পতিদের বিচ্ছেদ ঘটে, ঘটবে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সামান্য কারণে কোনো দম্পতির বিচ্ছেদের পর যদি দেখা যায় দুজনেরই মন পুড়ছে! একাকী কেঁদে রাতের বালিশ ভিঁজছে দুজনারই! কিংবা হোক একজনারই! তাহলে বুঝতে হবে এই বিচ্ছেদ কতোটা ভুল ছিল! আর ভাগ্যের কাছে ছিল কী করুন আত্মসমর্পণ!

যদি মন খুঁজে পায় মনের মতো মন। ঠিক যেই ভালোবাসার আবেগ, আকুতি আমরা লালন করি, মিলে যায় যদি সেরকম একজন মানুষ! মন যদি বুঝতে পারে অপর মনের ভাষা। তাহলে অফুরান ভালোবাসাবাসিতে আর থাকে কোথায় বাঁধা! তবে মনের মতো সঙ্গী আমাদের মহান আল্লাহ তাআলার কাছে চেয়েই পেতে হবে।

সবাই মনের মতো মন খুঁজে পাক। ভালোবাসায় ভরে থাকুক পৃথিবীর সকল দম্পতির জীবন।

Scanned by CamScanner

# আমাদের প্রেমময়ীগণ

এই যে আমরা বলি "প্রেমময়ী" এর মানে আসলে কী? প্রেমময়ী বলতে আমরা কী বুঝি! প্রেমময়ী বলার সাথে সাথে আমাদের মনোস্পটে কী চিত্র ভাসে! যার হৃদয়টা প্রেম-ভালোবাসায় ভরপুর!?

যে ভালোবাসতে জানে! যে প্রেম দিতে জানে! এইতো! এরকম কিছুই তো! কিন্তু আসলে এই প্রেমের রূপটা কেমন! এই ভালোবাসার প্রকাশটা কেমন হয়! প্রেমময়ী শব্দটা সার্থক হয় কখন?

প্রেমময়ী শব্দটা যেমন খুব মধুর- শুনতে, অনুভবে, ঠিক তেমনই প্রেমময়ী যাকে বলা হবে তার প্রেম-ভালোবসাটা হবে আরও খাঁটি আরও বেশী মধুর! রোমান্সে ভরিয়ে রাখা আর নিয়মিত বিছানার সঙ্গী হলেই তাকে প্রেমময়ী বলা যায় না। প্রেমময়ী হবে সেই নারী, যে সংসার জীবনের সকল বিষয়ে তার জীবন সঙ্গিকে রাখে স্বস্তিতে। শান্তিতে রাখে তার হৃদয়, মন-মস্তিষ্ক। যেসব বিষয়ে সে প্রশান্তি লাভ করে সেগুলো সে যত্নের সাথে লক্ষ্য রাখে।

সেই নারীই তো প্রেমময়ী ! যে স্বামীর কাছে হবে পোষা বেড়ালের মতো আদরিনী, নরম, কোমল, আহ্লাদী! আর পর পুরুষের কাছে যে হবে বজ্রকণ্ঠী, কঠোর-কঠিন, জল্লাদী!

**সত্যিকারের প্রেমময়ীরা কেমন-?**

ভালোবাসতে জানে এমন কাউকে পেলে যে বলবে, আমি তো এমন কাউকেই চেয়েছিলাম! এখন থেকে সেই আমার সব! তাকে আমি কখনোই ছেড়ে যাবো না।

তার জন্য আমার জীবন কোরবান করতেও প্রস্তুত!

Scanned by CamScanner

প্রেমময়ীরা কি এমনই হয়!!

অন্য কারো সেরা ভালোবাসা পেলেও যে তাতে গলে যায় না! তাকে ভুলে যায় না। তার বিরহ সহ্য হয় না। তার কষ্ট মানতে পারে না। তার কিছু হলেই অস্থির হয়ে যায়। তাকে ছাড়া সময় ভালো কাটে না। যে স্বামীর সাথে অনেক ধরনের দুষ্টুমি ও মজা করতে পছন্দ করে কিন্তু সাথে সাথে মাথায় এ কথাগুলোও রাখে যে—

আমি তাকে দুষ্ট মিষ্টি ভালোবাসার সাথে সাথে তাকে সম্মানও করি ।

সে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু আর সচেতন, কল্যাণকামী অভিভাবক!

তার অগোচরে, তাকে না জানিয়ে আমি কখনোই কিছু করি না, করতে চাই না। আমার ভুল হলে সে আমাকে শাসনের চোখ দেখান। আমি তখন নিজেকে অপরাধী মনে করে তার সব কথা মেনে নেই খুশি মনে।

বিনয়ের সাথে তার কাছে মাফ চাই। যখন তার ভুল হয়, আমি প্রতিশোধ পরায়ণ হই না। উল্টো বদ মেজাজ দেখাই না। অযথা জেদ করি না। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বাজে আচরণ করি না। তার ছোট ছোট ইচ্ছে আবদারগুলো পূরণ করার চেষ্টা করি। তার ভালো লাগা মন্দ লাগার প্রতি খেয়াল রাখি।

প্রেমময়ীরা তো এমনই হয়!!

সঙ্গির যেকোনো কাজে সে সহযোগিতার হাত বাড়ায়। তার প্রতিভামূলক কাজের মূল্যায়ন করে। তাকে প্রেরণা দেয়। সাহস যোগায়। প্রেমময় কণ্ঠে যে বলে, এগিয়ে যাও, তুমি পারবে! আর কেউ না থাক, আমি আছি তোমার সাথে। প্রিয়তমার এমন প্রেরণা পুরুষকে অপরাজেয় করে তোলে!

পারিবারিক কোনো বিষয় নিয়ে যে স্বামীকে কোনো আঘাত দিয়ে কথা বলে না। অপমান করে তার হৃদয় এফোঁড়-ওফোঁড়

Scanned by CamScanner

করে দেয় না। যেকোনো সংকট কিংবা দূরাবস্থায় তার প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা কমে যায় না। তার আর্থিক দূরাবস্থায় যে অভয় দিয়ে বলে- তুমি মনে করেছো যে এ অবস্থায় আমি তোমার প্রতি অনিহা দেখাবো! ছেড়ে চলে যেতে চাইবো! কখনই না!!

ব্যস্ত সংসার জীবনের ফাঁকফোকরে স্বামী যখন বউয়ের সাথে একটু খুনসুটিতে মেতে উঠে; তখন সে সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে,

"এই ছাড় তো, মায়ের ঔষধ খাওয়ার সময় হয়েছে!
ওষুধটা খাইয়ে দিয়ে আসি।
মা একা একা কাজ করছে!
এখন সময় নেই!"

সংসারের ঘানি টানতে টানতে যে বিরক্ত, তিক্ত হয়ে বলে, ধুর! সংসারে একটু শ্বাস ফেলবার জো নেই!

একটা বন্দিখানায় এসে পড়েছি। জীবনটা একেবারে শেষ। কিন্তু এসব যেন তার মুখেরই কথা। তার মন বলে অন্য কিছু। যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মায়া আর ভালোাবাসার জাল।

**প্রেমময়ীরা কি একটু এমনই হয় না !!**

যে স্বামীর আচরণে কষ্ট পেলে অভিমান করে। স্বামী তা বুঝতে পেরে যখন তার কাছে আসে, আদর করে, লক্ষী, পাখি বলে ক্ষমা চায়। মুহূর্তের মধ্যে তার সব রাগ পানি হয়ে যায়। অভিমানগুলো ভিতরে ক্ষোভ হয়ে ফুলে ফেঁপে থাকে না। ভালোবাসার খুশিতে সে হয়ে যায় আত্মহারা! ।

(স্বামী যদি সত্যিকারের প্রেমিক পুরুষ হয় তাহলে অবশ্যই তার স্ত্রীর মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগ আর মনের সকল মতিগতি সে বুঝবে তার বলার আগেই!) আবার স্বামী যখন অভিমান করে বসে থাকে; স্ত্রী তার সাথে তখন আরও একটু মজা করে। স্বামীর রাগটা আরও একটু বেড়ে যায়। এটা দেখে

Scanned by CamScanner

সে মুখ টিপে হাসে। তারপর বেশি দেরি না করেই তার রাগ ভাঙাতে লেগে পড়ে। কতো আদর সোহাগ করে, মিষ্টি সুরে ডেকে ডেকে তার রাগ ভাঙায়! স্বামীরও সব রাগ পড়ে যায় সাথে সাথে। তারপর শুরু হয়ে যায় একে অপরকে তুমুল ভালোবাসাবাসি!

**এমন নারী প্রেমময়ী ছাড়া আর কী হতে পারে!**

যখন আপনি স্ত্রীর ব্যাপারে এই আশঙ্কা করছেন যে আপনার মা-বাবার সাথে তার আচরণ কেমন হবে! তখন স্ত্রী আপনার বুকে মাথা রেখে আপনার হৃদয় শীতল করে এভাবে বলবে, তোমার মা-বাবাকে যদি আমার মা-বাবার মতো ভালো না বাসি, তাদেরকে যদি আমার আপন না ভাবতে পারি, তাদের প্রাপ্য সম্মান, শ্রদ্ধা না করি তাহলে তোমাকে ভালোবাসারও তো কোনো অর্থ নেই। তোমাকে ভালোবাসি মানে তোমার সব কিছু ভালোবাসি। তুমি যে ব্যাপারে কষ্ট পাবে সেখানে আমার সুখ মিলবে কীভাবে!

আসলে অধিকাংশ মেয়েরা/স্ত্রীরা তো জন্মগতভাবেই প্রেমময়ী হয়! এটি একটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল্যবান উপহার আমাদের! কিন্তু যখন একটা মেয়ে বদমেজাজি, রসকষহীন রূঢ় একজন স্বামীর সাথে বসবাস করে, তখন মেয়েটি তার উজাড় করা সেই প্রেম ইচ্ছে করলেও তাকে দিতে পারেন না। এটা সম্ভব হয় না! প্রেমময়ী স্ত্রীর প্রেমটা ঠিকমতো পেতেও প্রেমিক স্বামীকে একটু সাহায্য করতে হয়। তাকে সাহস যোগাতে হয়, প্রেরণা দিতে হয়। আচরণে বুঝিয়ে দিতে হয় যে, আমি তো 'তোমার ভালোবাসার'ই কাঙাল! আপনার কথা বা আচরণের দ্বারা কখনো যদি সে এ কথা বুঝে নিতে পারে যে, আপনার কাছে তার ভালোবাসার কোনো মূল্যই নেই!

তার ভালোবাসার ধার আপনি ধারেন না!

তাহলে ভালোবাসা বলতে কোনো কিছুই আপনি খুঁজে

Scanned by CamScanner

পাবেন না জীবনে।

আর যদি বউ একবার বুঝতে পারে যে, আপনি শুধু তার ভালোবাসারই কাঙাল! আপনার জীবনে সে অনেক গুরুত্বপূর্ণ! সে ছাড়া আপনার জীবন অর্থহীন, অপূর্ণ! তখন দেখবেন নারী প্রেম কাকে বলে! আদর আর টান কাকে বলে! কাকে বলে মায়া আর ভালোবাসা!

বিবেকবান যেকোনো পুরুষ প্রেমময়ী স্ত্রীর ভালোবাসাময় আচরণগুলো লক্ষ্য করবে। উপলব্ধি করবে। অনুমান করার চেষ্টা করবে যে, মেয়েটার মধ্যে কতো মায়া! কতোটা ভালোবাসাপূর্ণ তার হৃদয়! কতোটা প্রেমময়ী হলে এমন আত্মোৎসর্গীত হওয়া যায়!

কিন্তু এমন প্রেমময়ী স্ত্রী আমরা যারা পেয়েছি, রাতের আঁধারে জায়নামাজে কৃতজ্ঞতায় প্রভুর দরবারে এজন্য কি আমাদের মাথা নত হয়ছে কখনো!!

হৃদয়বান, প্রেমিক পুরুষ হলে একান্তে এসব ভেবে অজান্তেই চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে কি দু'ফোঁটা অশ্রু!

প্রেমময়ীর প্রতিটি ছোট ছোট আদর আর ভালোবাসার পরশে মুগ্ধ হয়ে, তৃপ্ত হয়ে অস্ফুট স্বরে বলে উঠেছি কি কখনো- আলহামদুলিল্লাহ!!

## সমাপ্ত

Scanned by CamScanner

# লেখক পরিচিতি

নাম: জাকারিয়া মুস্তাফি
পিতা: মো. তারেকুল ইসলাম তারা
জন্ম ও বেড়ে ওঠা বরিশাল সদরের নিউভাটি খানায়।
জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ, ঢাকা থেকে দাওরায়ে হাদীস (মাস্টার্স) সম্পন্ন করেন।
তিনি সহজাত সাহিত্যমনা। ছোটবেলা থেকেই বই পড়া, লেখালেখি, পত্র-পত্রিকার সাথে তার ভীষণ সখ্যতা। বর্তমানে সম্পাদনা করছেন তারই প্রতিষ্ঠিত বিয়ে ও দাম্পত্য বিষয়ক বাংলাভাষার একমাত্র ম্যাগাজিন 'মিয়াঁবিবি'।
অমর একুশে ২০২০শে বইমেলায় প্রকাশিত 'লাভিং ওয়াইফ' তার প্রথম গল্পগ্রন্থ। আমি আশা করি পাঠক মহলে তার বইটি সমাদৃত হবে।

মাহমুদুল হক জালীস
লেখক গবেষক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব

Scanned by CamScanner

"

একজন পুণ্যবতী ও প্রেমময়ী স্ত্রী;
পুরুষের জন্য একটি জান্নাত।

"



প্র । কা । শ । ন

৪৫, বাংলাবাজার, ৩য় তলা, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১৪২৭১৪০৪

Scanned by CamScanner